বিজেপির বাংলা ভাগের চক্রান্তের নিন্দা আইএসএফের
রূপসী বাংলা

মণিপুরে মোতায়েন বিপুল সেনা নতুন আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে
সম্পাদকীয়

পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের উত্তরণে বিদ্বজ্জনদের সভা
সাধারণ

শুধু মানবতা নয়, আমরা ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কিত: এরদোগান
সারে-জমিন

যজস্বী-হার্দিকের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে সিরিজ ভারতের
খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২৯ জুলাই, ২০২৪
১৩ শ্রাবণ ১৪৩১
২২ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 204 ■ Daily APONZONE ■ 29 July 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

অলিম্পিকে প্রথম ব্রোঞ্জ জয় ভারতের

আপনজন ডেস্ক: মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ভারতের হয়ে প্রথম ব্রোঞ্জ জিতলেন মনু। অল্পের জন্য রুপো জিততে পারলেন না। তাঁর স্কোর ২৪৩.২, হরিয়ানার কন্যার কাছে প্রথম থেকেই পদকের আশা ছিল। শনিবার কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে তৃতীয় হয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন মনু। ফাইনালেও শেষ করলেন তৃতীয় স্থানে থেকেই। যদিও ফাইনালে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডের পয়েন্ট যোগ করা হয়নি। কিন্তু তাতেও পদক আটকালো না। ১২ বছর পর শ্যুটিয়ে ভারতকে অলিম্পিক্সে পদক এনে দিলেন মনু ভাকের। ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিক্সে এই ইভেন্ট থেকেই জোড়া পদক এসেছিল ভারতের ঘরে। কিন্তু তার পর প্রত্যাশা থাকলেও তা পূরণ করতে পারেননি ভারতীয় শুট্যাররা। প্যারিস অলিম্পিক্সেও পাহাড় প্রমাণ প্রত্যাশা নিয়ে নামেন ভারতীয় শ্যুটাররা। টোকিও অলিম্পিক্সে হতাশাজনক ফলাফলের পর থেকেই প্যারিসকে পাখির চোখ করেন মনু।

▶ *বিস্তারিত ছয়ের পাতায়*

বাবরি মসজিদের স্মৃতি ফের উসকে দিচ্ছে ধন্নিপুরে

অযোধ্যায় বিকল্প মসজিদের জমি হিন্দু মহিলার, দাবি

আপনজন ডেস্ক: দিল্লির এক মহিলা দাবি করেছেন, বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে অযোধ্যায় মসজিদ নির্মাণের জন্য যে বিকল্প জমি দেওয়া হয়েছে তা তার পরিবারের এবং তিনি এর দখল পেতে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হবেন। তবে রানি পাঞ্জাবি নামে ওই দাবি অস্বীকার করে অযোধ্যার ধন্নিপুরে মসজিদ নির্মাণের জন্য গঠিত ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের প্রধান জুফার ফারুকি বলেছেন, ২০২১ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তার দাবি খারিজ করে দিয়েছে।
সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারপার্সন ফারুকি জানিয়েছেন, চলতি বছরের অক্টোবর থেকে মসজিদ নির্মাণ-সহ গোটা প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।
দিল্লির বাসিন্দা রানি পাঞ্জাবির দাবি, ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর অযোধ্যার ধন্নিপুর গ্রামে সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডকে প্রশাসন যে পাঁচ একর জমি দিয়েছে, তা ২৮ একর জমির অংশ। ৩৫ একর জমি তাঁর পরিবারের মালিকানাধীন।
রানি পাঞ্জাবি সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, যে তাদের কাছে মালিকানার সমস্ত নথি রয়েছে এবং তিনি এটি পেতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন।

রানির মতে, তার বাবা জ্ঞানচাঁদ পাঞ্জাবিকে দেশভাগের পরে পাঞ্জাব ছেড়ে যেতে হয়েছিল এবং তিনি ফৈজাবাদে (বর্তমানে অযোধ্যা জেলা) চলে যান যেখানে তাকে ২৮ জন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। যে জমি তাকে ফেলে যেতে হয়েছিল তার পরিবর্তে ৩৫ একর নেন।
তিনি জানান, ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তাঁর পরিবার ওই জমি চাষের জন্য ব্যবহার করেছিল, তারপর তাঁর বাবার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং তাঁর চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু হয়। এরপর থেকে ক্রমান্বয়ে ওই জমি বেদখল হয়ে যায়। রানি আরও বলেন, মসজিদ নির্মাণে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তবে তিনি চান প্রশাসন তাঁর প্রতি ন্যায়বিচার করুক।
উল্লেখ্য, ইসলামে কোন বিতর্কিত জমিতে মসজিদ নির্মাণ জায়েয নয়। তবে ফারুকী বলেন, প্রকল্পে কোনো বাধা নেই। জমির উপর মহিলার দাবি সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, এলাহাবাদ হাইকোর্ট ইতিমধ্যে ২০২১ সালে এটি খারিজ করে দিয়েছে। কিছু ছোটখাটো সমস্যা রয়েছে যা সমাধান করা হচ্ছে এবং আশা করা হচ্ছে যে অক্টোবরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। চলতি বছরের মে মাস থেকে মসজিদ ও অন্যান্য ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে বোর্ডের আগের বক্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে ফারুকী বলেন, হ্যাঁ, পুরো প্রকল্পের নকশা নতুন করে প্রস্তুত করা হচ্ছে বলে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে।
এছাড়াও তহবিল সংগ্রহের জন্য ফরেন কন্ট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট (এফসিআরএ) সার্টিফিকেটও এখনও পাওয়া যায়নি বলে জানান তিনি। প্রকল্প নির্মাণ কমিটির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, তিনি রানি পাঞ্জাবির দাবির বিষয়ে বেশ কয়েকবার তার সাথে দেখা করেছেন এবং তাকে বলেছেন যে ইসলামে বিতর্কিত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা অনুমোদিত নয়। যদি তার দাবির সমর্থনে শক্ত প্রমাণ থাকে তবে তার এটি উপস্থাপন করা উচিত, তবে তিনি তা করতে পারেননি।
২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর দেওয়া এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট ওই স্থানে রাম মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিল, যেখানে ১৬ শতকের পুরনো বাবরি মসজিদ ছিল। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্র হিন্দুত্বাদীরা বাবরি মসজিদ বেঙে ফেলে। তবে তা নিয়ে চলমান মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট আদালত মন্দির নির্মাণের জন্য বাবরি মসজিদ চত্বর ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি মুসলিমদের মসজিদ নির্মাণের জন্য অযোধ্যার অন্যত্র পাঁচ একর জমিও বরাদ্দ করেছে। সরকারের নির্দেশে সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডকে অযোধ্যা জেলার রৌনাহির ধন্নিপুর গ্রামে ওই জমি দেওয়া হয়।তাতে নির্মাণ কাজ শুরুর আগে ফের বাবরি মসজিদের মতো হিন্দুদের সম্পত্তি বলে দাবি উঠল।

ঢালাও বন্দুকের লাইসেন্সের আবেদন গোরক্ষকদের, আতঙ্কে মেওয়াতের মুসলিম বাসিন্দারা

আপনজন ডেস্ক: মুম্বই-দিল্লি হাইওয়ে পেরিয়ে মেওয়াত অঞ্চলের মুসলিম বাসিন্দারা হরিয়ানা ও রাজস্থানের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে পৌঁছতে ভয় পাচ্ছেন। তবে স্থানীয় গোরক্ষক বা 'গোরক্ষক' নেতারা তাদের সহযোগীদের বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার আহ্বান জানানোর পরে তাদের আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যায়।
মেওয়াতের বিসারু গ্রামের বাসিন্দা দয়া রাম রাতে গরু পাচারকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পরে অঞ্চল জুড়ে গো-রক্ষকদের একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
গোরক্ষকদের হামলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন যুবক ও মধ্যবয়সী পুরুষ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। হরিয়ানা সীমান্তবর্তী রাজস্থানের ঘাটমেকা গ্রামের ২৭ বছর বয়সী মহম্মদ আলি এবং তাঁর দুই ভাই দুগ্ধ চাষ পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছেন।
তিনি বিষণ্ণভাবে বলেন, গত বছর জুনায়েদ ও নাসিরের মৃত্যুর পর থেকে আমরা দুগ্ধ খামারের পারিবারিক ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি এবং আমরা গাড়িচালক হিসাবে কাজ শুরু করেছি।
যদিও মেওয়াতের বেশ কয়েকটি গ্রামের অনেকেই জনাব আলীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্য পেশায় চলে গেছেন বলে মনে হচ্ছে, কেউ কেউ দুগ্ধ চাষে ঝুঁকিপূর্ণ পথে হাঁটছেন।

নুহ্ গ্রামের বাসিন্দা মোঃ আবদুল (নাম প্রকাশ না করার জন্য) বলেন, তার গ্রাম এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি গ্রামে তাদের বাড়ির যে অংশে গবাদি পশু ছিল সেখানে এখন কেবল মহিষ রয়েছে।
আবদুল বলেন, আগে আমরা দুগ্ধ চাষের জন্য মহিষ এবং গরু উভয়ই পালন করতাম। কিন্তু এখন কে কোথাও থেকে গরু আনার ঝুঁকি নেবে, সেই প্রশ্ন তোলেন আবদুল।
২০১৭ সালে আলওয়ার জেলা থেকে নুহ্ শহরে গরু নিয়ে যাওয়ার সময় পেহলু খানকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার পর ৫৭ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি ও তাঁর দুই ছেলে সাময়িকভাবে গবাদি পশু পালন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একই গ্রামের বাসিন্দা আবদুল তার ছেলেদের জন্য আরও ভয় পেতেন, কারণ তারা তাদের দুগ্ধ খামারের ব্যবসায়ের জন্য বৈধভাবে গরু এবং মহিষ কিনতে রাজস্থানের পশু মেলায় যেত। এ প্রসঙ্গে আবদুল আরও বলেন, মাসের পর মাস আমার দুই ছেলেকে মেলায় গিয়ে কেনাকাটা করতে দিতাম না, এবং গ্রামের আশেপাশে ব্যবসা করে অনেক কষ্টে সংসার চালাতাম। তবে আমাদের অর্থ কমেযাওয়ায় আমরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে মহিষ কিনতে শুরু করি এবং আমাদের ব্যবসা অব্যাহত রাখি।এটা ব্যয়বহুল ছিল বলে জানান তিনি। তিনি বলেন,রাজস্থানের পশুমেলায় যদি একটি মহিষের দাম ৯০ হাজার টাকার কাছাকাছি হয়, তাহলে হরিয়ানা থেকে আনার সময় খরচ হয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।
গোরক্ষকরা দিল্লি-মুম্বই হাইওয়ে এবং রাজস্থান থেকে হরিয়ানা পর্যন্ত বিভিন্ন রুটে মুসলিম পুরুষদের হয়রানি করার জন্য ঘন ঘন ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ, অন্যদিকে মেওয়াটের কিছু বাসিন্দা গবাদি পশু না নিয়ে গিয়েও নিজেদের এবং তাদের ব্যবসা রক্ষার জন্য একটি ভিন্ন পথ খুঁজে পেয়েছেন।

প্রথম নজর

বিশ্বনাথ চৌধুরীর শেষকৃত্য সম্পন্ন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর শেষকৃত্য রবিবার সম্পন্ন হয়েছে বালুরঘাটে। শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য রবিবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে তাঁর বাসভবন এবং জেলা পার্টি অফিসে জড়ো হন অসংখ্য মানুষ। রবিবার ভোরে কলকাতা থেকে সড়কপথে বালুরঘাটে এসে পৌঁছয় বিশ্বনাথের দেহ। এর পরে আরএসপি'র জেলা কার্যালয়ের সামনে সকাল ৮ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত শায়িত রাখা হয় তাঁর নিথর দেহ। পরবর্তীতে আরএসপি দলের তরফে একটি মৌন মিছিল বের করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন আরএসপি দলের তরফে মনোজ ভট্টাচার্য, তপন হোর, সুচেতা বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। মৌন মিছিলটি খিদিরপুর মহাশ্মশানে গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানেই হয় শেষকৃত্য। প্রয়াত বামপন্থী নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের রাজ্য সম্পাদক তপন হোর বলেন, 'মানুষ তখনি জননেতা হয়ে ওঠেন, যখন তিনি সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণ যোগ্য হয়ে ওঠেন। বিশ্বনাথ চৌধুরী সেই ধরেন মানুষ ছিলেন।' কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোজ ভট্টাচার্য স্মৃতি চারণ করে বলেন, 'বিশ্বনাথ চৌধুরীর মৃত্যুতে পার্টির যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে,সেই শূন্য স্থান পূরণে নবীন দের এগিয়ে আসতে হবে।'

সমবায় ব্যাঙ্ক নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রবিবার গাজোলের হাজি নাকু মহম্মদ হাই স্কুলে সমবায় কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন ব্যাঙ্ক নির্বাচনে হয়। সেখানে গাজোলের এবং বামনগোলার মিলে ৯ টি আসনে তৃণমূল জয় লাভ করে। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে রবিবার বিকেলে বিজয় মিছিল বের করে। সবুজ আবিরে মেতে ওঠে। বিজেপির বিধায়ক অভিযোগ করে বলেন,তৃণমূল কংগ্রেসের ছাপা ভোট করেছে।ভোট কেন্দ্রে ভেতরে ভোটারদের তৃণমূলে ভোট দেওয়া জন্য প্রভাবিত করা হয়েছে।এই ভোট নয় বিধান সভা ভোটেও তৃণমূল ছাপ্পা ভোট করছে।এটা কোন নতুন বিষয় নয়। জেলা পরিষদের সদস্য তৃণমূলের সাগরিকা সরকার বলেন, বিরোধীরা কি বল এতে তৃণমূলের কিছু আসে যায় না। তাদের কোন কাজে নেই।বিরোধী ফাঁকা, আমরা জিতেছি।মালদা জেলায় ৩৪ আসনে জয়লাভ করেছে তৃণমূল।

বিজেপির অঞ্চলপ্রধান ও সদস্য তৃণমূলে, হাতছাড়া পঞ্চায়েত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বীরভূম জেলার বুকে কয়েকটি পঞ্চায়েত সহ বেশ কিছু সদস্য নির্বাচিত হন বিজেপির টিকিটে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই জেলাজুড়ে চলছে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের দলবদলের পালা। রামপুরহাট, দুবরাজপুর সিউড়ী সহ বিভিন্ন ব্লক এলাকার বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যরা সদলবলে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। সেইরূপ রবিবার খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর পঞ্চায়েতে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত লোকপুর পঞ্চায়েত প্রধান সহ এক সদস্যা এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যোগ দিলেন তৃণমূলে। উল্লেখ্য খয়রাশোল ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েতের মধ্যে একমাত্র লোকপুর পঞ্চায়েত বিজেপি দখল করে বোর্ড গঠন করে। উক্ত পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ১৪ টি। যার মধ্যে বিজেপি ৮টি, তৃণমূল ৪টি এবং নির্দল ২টি আসন পায়। যদিও ২ জন নির্দল সদস্য আগেই তৃণমূলে যোগদান করে। বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে লোকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন রুপা গোপ। এদিন খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে বিজেপি থেকে নির্বাচিত প্রধান রুপা গোপ ও সদস্যা মৌসুমী ধীবর সহ প্রায় ৪০টি পরিবার পদ্ম ফুল ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে যোগদান করেন। এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন রাজ্য যুব তৃণমূলের সম্পাদক দেবব্রত সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কোর কমিটির আহ্বায়ক শ্যামল গায়েন ও মৃনালকান্তি ঘোষ এবং সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে।

পাশাপাশি ছিলেন রাজ্য তৃণমূলের সাধারন সম্পাদিকা অসীমা ধীবর, ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব সেখ জয়নাল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সদ্য বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানকারী লোকপুর পঞ্চায়েত প্রধান সহ এক সদস্যার বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল হতে এবং এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে এই যোগদান।

শাসনে খুদে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে শিক্ষায় ব্যাপক উন্নতি হয়েছে: আব্দুল হাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষার কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল শাসনের স্বস্তি ভিলেজে। বঙ্গীয় শিক্ষানুরাগী মঞ্চের উদ্যোগে দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা নেওয়া হয়। রবিবার এদের মধ্যে থেকে কয়েকশো কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে মেমেন্টো সহ সংবর্ধনা জানানো হয়।

উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল নেতা তথা শাসনের দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর উপপ্রধান আব্দুল হাই, ফ্রন্টপেজ একাডোমির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, স্থানীয় প্রধান নজিবুর রহমান ও মনিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সদস্য সাবিনা খাতুন, শিক্ষানুরাগী নাজমুল আরেফিন, বঙ্গীয় শিক্ষানুরাগী মঞ্চের সভাপতি হাসিবুর রহমান, বঙ্গীয় শিক্ষানুরাগী মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক সজল ঘোষ, ওহাব মোল্লা প্রমুখ।

এদিন সমাজসেবী আব্দুল হাই বলেন এই ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে ছোট ছোট বাচ্চাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর হাত ধরে শিক্ষায় ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। আজ শহরের সাথে গ্রাম বাংলার পড়ুয়ারাও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। নতুন প্রজন্মকে শিক্ষামুখী করে তুলতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে জুতো, স্কুল ড্রেস, ব্যাগ দেওয়ায় ছাত্র ছাত্রীরা খুব খুশি। এতে করে তাদের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে বলে আব্দুল হাই মন্তব্য করেন।

হাসপাতালের আবর্জনার স্তূপ, হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে অবাক বাঁকুড়ার সাংসদ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হাসপাতালের সামনের অংশ ঝাঁ চকচকে। কিন্তু হাসপাতালের পিছনের অংশে মানুষের চোখের আড়ালে দিনের পর দিন জমা হচ্ছে আবর্জনার স্তূপ। ইতস্তত পড়ে রয়েছে বায়ো মেডিক্যাল ওয়েস্ট। শহীদ সমাবেশ ফেরত আহত এক দলীয় কর্মীকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে এমন ছবি দেখে চোখ কপালে উঠল খোদ শাসক দলের সাংসদের।

হাসপাতালের এমন ঘটনায় ক্ষুব্ধ সাংসদ হাসপাতাল সুপারকে ধমক দিয়ে বেঁধে দিলেন এক সপ্তাহের সময়সীমা। ঘটনা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সাফাই কাজের দায়িত্ব রয়েছে বেসরকারি একটি ঠিকা সংস্থার হাতে। কিন্তু তা দেখাশোনা ও নজরদারির দায়িত্ব খোদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। সেই হাসপাতালে বারেবারেই উঠে আসে সাফাই কাজ নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ হাসপাতালের সামনের অংশে ওই ঠিকা সংস্থা সাফাই কাজ করলেও হাসপাতালের পিছনের অংশে নিয়মিত সাফাই কাজ করেনা ওই ঠিকা সংস্থা।

ফলে হাসপাতাল চত্বরের ওই অংশে দিনের পর দিন জমছে আবর্জনার স্তূপ। ইতস্তত পড়ে রয়েছে ব্যবহৃত ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ, স্যালাইনের সুঁচ সহ বিভিন্ন বায়ো মেডিক্যাল ওয়েস্ট। সম্প্রতি কলকাতায় তৃণমূলের শহীদ সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়া এক আহত তৃণমূল কর্মীকে দেখতে আজ বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যান বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী। আহত ওই কর্মীর চিকিৎসা সংক্রান্ত খোঁজ খবর নিয়ে হাসপাতাল চত্বর ঘুরে দেখেন অরুপ চক্রবর্তী। আর সেই সময়ই হাসপাতাল চত্বরে এভাবে আবর্জনার স্তূপ জমে থাকতে দেখে চোখ কপালে ওঠে সাংসদের। এই ঘটনার জন্য হাসপাতাল সুপারকে ধমক দেওয়ার পাশাপাশি সাত দিনের মধ্যে হাসপাতাল চত্বর পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশ দেন তিনি। সাত দিনের মধ্যে হাসপাতাল চত্বর সাফ সুতরো করা না হলে রাজ্যে রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেন তিনি। সাংসদের ধমক খেতেই তড়িঘড়ি এই ঘটনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকা সংস্থার ঘাড়ে দায় ঠেলে সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশ্বাস দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রয়োজনে ওই ঠিক সংস্থাকে মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকা সংস্থার সাফাই সম্প্রতি অতিরিক্ত বৃষ্টির কারনেই হাসপাতালের পিছনের অংশে সাফাই কাজ করা সম্ভব হয়নি। সাংসদের নির্দেশের পর এখন দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্কুল পরিদর্শনে মহকুমা শাসক

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমা শাসক বনমালী রায় সরজমিনে মহকুমায় একাধিক স্কুল ,সজল ধারা সহ এলাকার মাছ চাষিদের সঙ্গে কথা বলেন এবং মাছ চাষের বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি মহকুমা শাসক নিজে জাল নিয়ে পুকুরে মাছ ধরেন এবং বেশি বেশি করে মাছের চাষ করার পরামর্শ দেন এদিন।এই বিষয়ে ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক বলেন, লালবাগ মহকুমা শাসক যেভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন। যেভাবে পুকুরে মাছ ধরেন তাতেই তা প্রমাণ হয় । এসডিও সাহেবের উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষ।

বিজেপির বাংলা ভাগের চক্রান্তের কড়া নিন্দা আইএসএফের

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● ফুরফুরা

আপনজন: সম্প্রতি দিল্লিতে বিজেপির দুই সাংসদ সুকান্ত মজুমদার এবং নিশিকান্ত দুবে সংসদে এমন দাবি তুলেছেন যা প্রকারান্তরে বাংলা ভাগেরই নামন্তর। সেই দাবির মধ্যে বিজেপির বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্প্রদায়িক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে আইএসএফ-এর অভিযোগ। এ ব্যাপারে এক প্রেস বিবৃতিতে আইএসএফের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, আসলে পশ্চিমবঙ্গকে টুকরো করে রাজ্যের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করতে চাইছে বিজেপি। রাজ্যগুলিকে ছোট আকারে ভেঙে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই আঘাত করার প্রচেষ্টা নিচ্ছে।

এ ব্যাপারে আইএসএফ বলেছে, জনবিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে বলে বিহারের তিন জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলাকে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের মধ্যে নিয়ে আসা, গ্রেটার কোচবিহার বলে আলাদা রাজ্য গঠন কিংবা উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে রাজ্যের উত্তরের জেলাগুলিকে যুক্ত করা - সবই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে টুকরো টুকরো করার অপপ্রয়াস।

রাজ্যগুলিকে ভাষা, ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো দূর্বল করে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র তৈরি করা আরএসএস-বিজেপি'র পুরোনো ছক বলে আইএসএফের অভিযোগ। বিজেপি সাংসদরা যখন বাংলা ভাগের চক্রান্ত করছে তখন তৃণমূল শাসিত রাজ্য সরকারের তরফে তেমন উচ্চবাচ্য নেই বলে আইএসএফের অভিযোগ।

আইএসএফের দাবি, রাজ্যভাগের এই চক্রান্তে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস- উভয়ের দলেরই সুবিধা। রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি যেমন নদী ভাঙন, পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি থেকে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে রাখা যাবে।

তবে, উন্নয়নের অভাবে উত্তরবঙ্গের মানুষের মনে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জন্মাচ্ছে বলে অভিযোগ আইএসএফের। তাদের বক্তব্য, আসলে উত্তরবঙ্গকে রাজ্য সরকার যেভাবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবহেলা করে চলেছে, তাতে ঐ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ কার্যত অচল। পাহাড়ের উন্নয়ন স্তব্ধ। সেই ক্ষোভ-বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দিয়ে চলেছে। রাজ্য সরকারকে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে দাবি জানিয়েছে আইএসএফ। সেই সঙ্গে আইএসএফ বিজেপি'র এই হিন্দুত্বের জিগির তুলে রাজ্য ভাঙার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাকে আরো একবার ভাঙার এই চক্রান্ত রুখে দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে বলে আইএসএফের তরফে বলা হয়েছে।

ডায়মন্ড হারবারগামী লোকাল ট্রেনে আগুন! ট্রেন বন্ধ সাড়ে ৩ ঘণ্টা

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: ডায়মন্ড হারবারগামী লোকাল ট্রেনে আগুনের ফুলকি দেখা যাওয়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল।প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। সুভাষগ্রাম স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে ছিল। আপাতত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় আপ এবং ডাউন দুই লাইনেই ট্রেন চলাচল শুরু রয়েছে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই ট্রেনের চাকা থেকে আগুনের ফুলকি বেরোতে দেখা যায়। ট্রেন বন্ধ থাকায় দুর্ভোগের মুখে পড়েন যাত্রীরা।পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আপ লাইন দিয়েই ডাউনের ট্রেনও চালানো হচ্ছিল। রেল কর্তৃপক্ষ জানান, দাঁড়িয়ে পড়া ডায়মন্ড হারবার লোকালের যাত্রীদের একটি ডাউন ট্রেনে তুলে গন্তব্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই ট্রেনটি আপ লাইন দিয়ে ডাউনের দিকে যাবে। পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সোনারপুর এবং বারুইপুরের মধ্যে একই লাইনে উভয় দিকের ট্রেন চলবে।স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার শিয়ালদহ থেকে ডায়মন্ড হারবারের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল লোকাল ট্রেনটি। বেলা ১২টা ১২ মিনিট নাগাদ সুভাষগ্রামে পৌঁছনোর পর যাত্রীরা ট্রেনের চাকার উপরে আগুনের ফুলকি দেখতে পান। প্ল্যাটফর্ম থেকেই চিৎকার করে ওঠেন অনেকে। দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান রেল আধিকারিকেরা। কী কারণে চাকার উপরের দিকে আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে, তা খতিয়ে দেখা হয়। এর ফলে শিয়ালদহ থেকে দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বারুইপুর, কাকদ্বীপ, নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুরের দিকে ট্রেন যেতে পারছিল না। উল্টো দিকের লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল। আপাতত দুই লাইনেই পরিষেবা স্বাভাবিক। রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় ট্রেনে যাত্রীর চাপ ছিল তুলনামূলক কম। তবু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনে ভিড় বাড়তে শুরু করে। লাইনে একটির পর একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সুভাষগ্রামে যে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে, তাতে ব্রেক বাইন্ডিং হয়েছে। সারানো হচ্ছে। ধোঁয়া বেরিয়েছিল বলে ট্রেন এগোতে পারছে না। তার পিছনে পিছনে বেশ কয়েকটি ট্রেন দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আশা করছি, একটু পরেই স্বাভাবিক করতে পারব পরিষেবা। অবশেষে সাড়ে তিন ঘণ্টা পর পরিষেবা স্বাভাবিক হল।

ওবিসি সমস্যা নিয়ে আলোচনা পিস-এর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারে অনুষ্ঠিত হল প্রগ্রেসিভ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট (পিস) এর জেলা সম্মেলন এবং ওবিসি সংরক্ষণ সমস্যা সমাধান মূলক আলোচনা সভা। এই আলোচনা সভায় পিস সংগঠনের সভাপতি তথা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ডঃ আব্দুল হাদীর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে শুরু হয় এবং পরবর্তীতে সংগঠনের সেক্রেটারি ওমর ফারুক মহাশয় বলেন, বর্তমানে পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘু জনজাতির জ্বলন্ত সমস্যা হল ওবিসি সংরক্ষণ বাতিল হওয়া। তিনি আরো বলেন, রাজ্য সরকারকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনী লড়াই করতে হবে। নচেৎ বাংলার পাঁচ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে যাবে। এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী তাদের এই বৃহৎ ক্ষতির অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত নন। আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্প্রীতি রক্ষা করে চলতে হবে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ট্রেজারার তথা আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট তৌহিদ আহমেদ খান , আশানুর মল্লিক , রেহেনা খাতুন , ফরিদ মন্ডল, এবং মুরাদ আলি মহাশয় ও আরো অনেকে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পিস সংগঠনের সদস্য বৃন্দ এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। পরবর্তীতে গঠিত হয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি। অবশেষে সেক্রেটারি বলেন, পিস সংগঠনের পরবর্তী মিটিং দক্ষিণ ২৪ পরগণায় অনুষ্ঠিত হবে আগামী আগস্ট মাসে।

নিমতৌড়ি কৃষি উন্নয়ন সমিতি দখল করল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: ফের নিমতৌড়ি সমবায় সমিতি নিজেদের দখলে ধরে রাখল শাসকদল। রবিবার পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শুরু হল নিমতৌড়ি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির নির্বাচন। তমলুক ব্লকের উত্তর সোনামুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই নিমতৌড়ি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি। মোট আসন সংখ্যা ৮টি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির পক্ষ থেকে ৮টি করে আসেন প্রার্থী দিলেও ৪টে আসেনে প্রার্থী দেয় সিপিআইএম। নিমতৌড়ি, উত্তর সাওতানচক, উত্তর নারিকেলদা, কুলবেড়্যা এবং উত্তর সোনামুই মৌজার মোট ৩৬৭ জন এই সমবায় নিমতৌড়ির ভোটার রয়েছেন। উত্তর সোনামুই গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে থাকলেও ২০২৪ এর লোকসভা ভোটে এই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সামান্য কয়েকটি ভোটে লিড পায় বিজেপি। তবে নিমতৌড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি নির্বাচন ৮টি আসনের মধ্যে ৮টি আসনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস।

চাঁদপুর আলিয়া একাডেমী হলে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: চাঁদপুর আলিয়া একাডেমী ফর বয়েজ মিশনে চাঁদপুর নুরিয়া সিদ্দিকিয়া ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনায় এবং রোটারি ক্লাব অফ কলকাতা মহানগর এর সহযোগিতায় চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও বিনামূল্যে চশমা সহ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র প্রদান করা হয়।উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল এস,সি, কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুন হালদার, রোটারি ক্লাবের কলকাতার কর্মকর্তাগণ এবং চাঁদপুর আলিয়া একাডেমী ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলের সভাপতি শিক্ষাবিদ ড. আজিজার রহমান সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রায় এক হাজার পেশেন্টের বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় এবং চশমা প্রদান করা হয় । সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ এই কর্মসূচিতে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন ও এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দেন।শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ফিরোজ উদ্দিন মোহাম্মদ শফিকে ধন্যবাদ জানান অতিথিবৃন্দ ।

প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির রাজ্য সম্মেলনে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয় অর্থাৎ বিধান ভবনে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির তরফে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো।

এদিনের সম্মেলনে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক তথা রাজ্যের পর্যবেক্ষক রাজেশ সিনহা, সহ পর্যবেক্ষক আইনজীবী রাকু দাস, রাজ্য যুব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আজহার মল্লিক, রাজ্য যুব কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র

আসিফ খান সহ রাজ্য যুব কংগ্রেস কমিটির সমস্ত পদাধিকারী এবং প্রত্যেক জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতিরা। আজকের রাজ্য সম্মেলনের পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটি রাজ্যের প্রত্যেকটা বিধানসভাকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করে স্থানীয় সমস্যা সহ রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নেওয়া হবে বললেন রাজ্য যুব কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র আসিফ খান।

সম্মেলনের শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের বিরুদ্ধে প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির তরফে একটা প্রতিবাদ কর্মসূচী করা হল বিধান ভবনের সামনে।

প্রথম নজর

ইরানে ভয়াবহ দাবদাহ, সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: তীব্র তাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত ইরানের জনজীবন। পরিস্থিতি বিবেচনায় রোববার ইরানজুড়ে 'শাটডাউন' ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার। ফলে বন্ধ থাকছে সব সরকারি প্রতিষ্ঠান। ইরানে রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ইরনা এসব তথ্য জানিয়েছে।
শনিবার এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রোববার দেশজুড়ে ব্যাংকসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি সেবা ও ত্রাণ সংস্থাগুলো এর আওতামুক্ত থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ওই ঘোষণায়।
এরই মধ্যে তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন অনেকে। জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিবেচনায় প্রয়োজন ছাড়া কাউকে বাড়ির বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
শুক্রবার থেকে তাপপ্রবাহ অসহনীয় আকার নেয়। রাজধানী তেহরানে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে ওঠে। শনিবার বেশ কয়েকটি প্রদেশে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করে। আগামী কয়েকদিন এমন উচ্চ তাপমাত্রা অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ।

ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে পিটিআই'র বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবির মুক্তির দাবিতে মিছিল ও সমাবেশ করেছে দেশটির বিরোধী দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। শনিবার (২৭ জুলাই) দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাখতুনখাওয়ায় এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় অন্য রাজনৈতিক বন্দীদেরও মুক্তির দাবি করা হয়।
সমাবেশ থেকে পিটিআই নেতারা দ্রুত ইমরান ও তার স্ত্রীর মুক্তি দাবি করে বলেন, তাদের বিরুদ্ধে যেসব মামলা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো মিথ্যা।
প্রাদেশিক পরিষদ স্তরে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভে স্থানীয় পিটিআই আইনপ্রণেতা এবং নেতারা বক্তব্য দেন।
জানা গেছে, পেশোয়ারে তিনটি প্রাদেশিক এলাকায় এ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে নামাক মান্দি এলাকায় প্রাদেশিক উচ্চশিক্ষামন্ত্রী মিনা খান আফ্রিদির নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
তিনি বলেন, ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবি, পিটিআইয়ের ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মাহমুদ কুরেশি ও অন্য নেতাদের কারাবন্দী করে রাখা অবৈধ।
আফ্রিদি বলেন, আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা ব্যাপক অনাচার সৃষ্টি করেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসের সাধারণ নির্বাচনে জনগণ পিটিআইকে ভোট দিয়েছে, কিন্তু পিএমএল-এন ও তাদের মিত্ররা নির্বাচনী ফল কারচুপি করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছে।
সমাবেশে বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপক কর আরোপের নিন্দা জানান।
তারা বলেন, সরকার জনগণবিরোধী নীতি নিচ্ছে এবং জনগণের ভালোর জন্য কিছুই করতে পারছে না। তারা রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দিয়ে দেশে সংবিধান ও আইনের শাসন জারি করার আহ্বান জানান।

এবারই শুধু ভোটটা দিন, ৪ বছর পর আর ভোট দিতে হবে না: ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প খ্রিস্টানদের উদ্দেশে বলেছেন, এবারই শুধু ভোটটা দিন। তাহলে সবকিছু এমনভাবে ঠিক করে দিব যে চার বছর পর আর কোনওদিন ভোট দিতে হবে না।
তিনি বলেন, 'আমার প্রিয় খ্রিস্টানরা, এবারই শুধু আপনাদের বাইরে বেরিয়ে ভোট দিতে হবে। এরপর আপনাদের আর ভোট দিতে হবে না। আমি আপনাদের ভালোবাসি খ্রিস্টানরা।'
এসময় বিরোধীদল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে আক্রমণ করে ট্রাম্প বলেছেন, 'এই নভেম্বরে কমলা হ্যারিসের উদারপন্থী চরমপন্থাকে নাকচ করে দেবেন আমেরিকার মানুষ। ভোটে ধরাশায়ী হয়ে যাবেন কমলা হ্যারিসরা।'
যদিও ট্রাম্পের এই মন্তব্য নিয়ে কমলা হ্যারিস আপাতত কোনও মন্তব্য করেননি। এমনকি সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্টের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত কোনো কর্মকর্তাও। তবে সার্বিকভাবে ট্রাম্প যে ভাষণ দিয়েছেন, সেটাকে উদ্ভট এবং পশ্চাদমুখী বলে উল্লেখ করেছেন কমলার প্রচারের মুখপাত্র জেসন সিঙ্গার।

ভেনেজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, বড় পরীক্ষার সম্মুখীন মাদুরো

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় চলছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এই ভোটকে দেশটির আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ১১ বছর ধরে দেশটিতে ক্ষমতায় আছেন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। এবার তিনি তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হতে চান। নির্বাচনে তার প্রতিপক্ষ এডমান্ডো গঞ্জালেস উরুতিয়া।
আজকের নির্বাচনকে মাদুরোর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
ভোটের আগের বিভিন্ন জরিপ বলছে, গঞ্জালেসের চেয়ে প্রায় ৪০ পয়েন্টে পিছিয়ে আছেন মাদুরো। তবে মাদুরো নির্বাচনে হেরে গেলে তিনি তা মেনে নেবেন কি না, তা নিয়ে বিশ্লেষক-সমালোচকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।
দেশটির ভোটারেরা ভেনেজুয়েলার বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক দমনপীড়নের নিয়ে হতাশ, ক্ষুব্ধ।
অভিযোগ আছে, ক্ষমতা ধরে রাখতে সমাজতান্ত্রিক নেতা মাদুরো তার প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক নেতাদের দমনপীড়ন করে আসছেন। তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী রাজনীতিককে গ্রেপ্তার করেছেন। কাউকে কাউকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ঘোষণা করেছেন।
শ্যাভেজের জন্মদিনে ভোট
ভেনেজুয়েলায় প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজের জন্মদিন আজ ২৮ জুলাই। তিনি ২০১৩ সালের ৫ মার্চ মারা যান।
মাদুরো নিজেকে শ্যাভেজের অনুসারী ও উত্তরাধিকার হিসেবে দাবি করেন। শ্যাভেজের জন্মদিনেই (আজ) দেশটিতে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট হচ্ছে।
নির্বাচনপূর্ব জরিপ
নির্বাচনপূর্ব একাধিক জরিপের ফল বলছে, মাদুরো তার প্রতিদ্বন্দ্বী গঞ্জালেজের চেয়ে বড় ব্যবধানে পিছিয়ে আছেন। ব্যবধানটা এত বড় যে তা গোছানো অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

জরিপকারী প্রতিষ্ঠান ওআরসি কনসালটোরেসের সমীক্ষা অনুযায়ী, মাদুরোর প্রতি সমর্থনের হার মাত্র ১২ দশমিক ৫। বিপরীতে গঞ্জালেজের পক্ষে ৫৯ দশমিক ৬ শতাংশের সমর্থন আছে।
ডেটা ফার্ম ডেলফোস ও আন্দ্রেস বেলো ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির সমীক্ষা অনুযায়ী, মাদুরোর প্রতি সমর্থনের হার প্রায় ২৫। তিনি গঞ্জালেজের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। তার প্রতি সমর্থনের হার ৫৯ শতাংশের বেশি।
মাদুরো কেন অজনপ্রিয়
মাদুরো তার পূর্বসূরি শ্যাভেজের মতো জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।
মূলত ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি মারাত্মক সংকটে রয়েছে। অর্থনৈতিক সংকট দেশটিতে উচ্চমূল্যস্ফীতি ও গুরুতর আর্থিক চাপের সূত্রপাত করে। এ অবস্থায় কাজের সন্ধানে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে শুরু করে ভেনেজুয়েলার লোকজন।
দেশের বাজে পরিস্থিতির জন্য কিছু সমালোচক মাদুরো ও তার সহযোগীদের দুর্নীতি, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করছেন।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ওয়াশিংটন অফিস অন ল্যাটিন আমেরিকার ভেনেজুয়েলাবিষয়ক কার্যক্রমের পরিচালক লরা ডিব বলেন, বাজে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দেশটির জনগণ মরিয়া।
লরা ডিব আরো বলেন, ভেনেজুয়েলায় ন্যূনতম মজুরি প্রতি মাসে প্রায় ১৩০ ডলার হতে পারে। কিন্তু দেশটিতে একটি পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে দরকার পড়ে প্রায় ৫০০ ডলার।
কত লোক ভেনেজুয়েলা ছেড়েছে
অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তা বোঝার সম্ভবত সবচেয়ে ভালো সূচক হতে পারে দেশ ছেড়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা।
জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার তথ্যমতে, ২০১৪ সাল থেকে ৭৭ লাখের বেশি মানুষ ভেনেজুয়েলা ছেড়েছে। এটি আধুনিক ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বাস্তুচ্যুতির অন্যতম ঘটনা। এখনো প্রতি দিন প্রায় ২ হাজার মানুষ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কিছু বিশেষজ্ঞ আশঙ্কা করছেন, মাদুরো যদি টানা তৃতীয় মেয়াদে জয়ী হন, তাহলে এই সংখ্যা ভবিষ্যতে আরো বাড়তে পারে।
নির্বাচনী লড়াই
৬১ বছর বয়সী মাদুরো ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে তৃতীয় দফায় ছয় বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে চান। ভেনেজুয়েলার দরিদ্র মানুষের জন্য সামাজিক কর্মসূচি ও যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী অবস্থান অব্যাহত রাখার মাধ্যমে শ্যাভেজের উত্তরাধিকার বজায় রাখতে চান মাদুরো।
মাদুরোর বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ে আছে বিরোধী দলগুলোর একটি জোট, যারা নিজেদের ইউনিটারি প্ল্যাটফর্ম বলে।
বিরোধী এই জোটে নানা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির লোকজন আছে। তবে সবার লক্ষ্য হলো মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে সরানো।

শুধু মানবতা নয়, আমরা ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কিত: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন কংগ্রেসে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দেওয়া ভাষণের কড়া সমালোচনা করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। শনিবার (২৭ জুলাই) এরদোগান বলেছেন, আমরা যখন ৪০ হাজার নিরপরাধ মানুষের হত্যাকারীকে সাধুবাদ জানাতে দেখি, তখন কেবল মানবতার জন্যই নয়, আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্যও চিন্তিত হই। খবর আনাদোলু এজেন্সির।
দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রিজ প্রদেশে এক অনুষ্ঠানে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, নেতানিয়াহুর মতো একজনের জন্য লাল গালিচা বিছিয়ে দেওয়া, পাশাপাশি তার মিথ্যার প্রশংসা করা আমেরিকার জন্য একটি মানসিক দাসত্ব।
গত বুধবার মার্কিন কংগ্রেসে নেতানিয়াহুর ভাষণের জবাবে এরদোগান বলেছেন, আমরা মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে সেই অপমানজনক দৃশ্যগুলো একসঙ্গে দেখেছি। আমরা সেখানে যা দেখেছি তাতে মানবতার পক্ষে আমরা লজ্জিত হয়েছি।
এছাড়া এরদোগান বলেন, গত ৭ অক্টোবর থেকে তুরস্ক নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানবতার বিবেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা কোনো ধরনের দ্বিধা ছাড়াই গাজা ও ফিলিস্তিনে আমাদের ভাই ও বোনদের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। মানবিক সহায়তার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরাই সেই দেশ যারা গাজায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সাহায্য পাঠিয়েছি।
গত বছরের অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৯ হাজার ২৫৮ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছে ৯০ হাজারের বেশি।

এক ব্যক্তির যে ভুলে ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে ক্যালিফোর্নিয়া

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় ভয়াবহ দাবানলে জ্বলছে ঘরবাড়ি, জমিজমাসহ সবকিছু। এক ব্যক্তির ছোট ভুলের কারণে দাবানলের সূত্রপাত হয়েছে। যা এখন ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। অঙ্গরাজ্যটির স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চিকোর সংকীর্ণ একটি নালায় এক ব্যক্তি একটি জ্বলন্ত গাড়ি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। এরপর ওই গাড়ির আগুন থেকে দাবানলের সূত্রপাত হয়। যা এখন একটি বড় বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে।
পরবর্তীতে ৪২ বছর বয়সী ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, শনিবারও (২৭ জুলাই) আগুন অস্বাভাবিক রকমভাবে ছড়াচ্ছিল। দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা বিলি সি বলেছেন, আগুন প্রতি ঘণ্টায় ৪ থেকে ৫ হাজার হেক্টর জায়গা গ্রাস করছে। এটি একটুও নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। দাবানলটি এই গতিতে আরো ছড়াতে থাকবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। কোহাসেট ও ফরেস্ট র‍্যাঞ্চ নামক দুটি শহর থেকে এখন পর্যন্ত ৪ হাজার মানুষকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নতুন প্রেসিডেন্টকে দায়িত্ব দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা

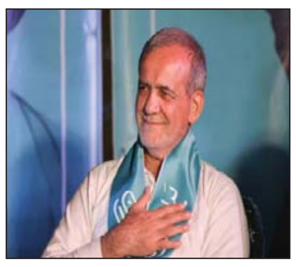

আপনজন ডেস্ক: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি দেশটির নতুন নির্বাচিত সংস্কারপন্থী প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব দিয়েছেন। চলতি মাসের শুরুর দিকে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। খামেনির কার্যালয় থেকে এক বার্তায় বলা হয়, জ্ঞানী, সৎ, জনপ্রিয় এবং বিজ্ঞ পেজেশকিয়ানকে আমি সমর্থন করি এবং আমি তাকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করছি। মঙ্গলবার পার্লামেন্টে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে। দ্বিতীয় দফার ভোটে কট্টরপন্থি সাঈদ জালিলিকে পরাজিত করে ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন মাসুদ পেজেশকিয়ান। নব নির্বাচিত এই প্রেসিডেন্ট স্বল্পপরিচিত মধ্যপন্থি রাজনীতিবিদ।
গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, পেজেশকিয়ানকে ভোট দেওয়া অধিকাংশ মানুষই শহুরে মধ্যবিত্ত এবং তরুণ বলে মনে করা হচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার কারণেই দেশটিতে নতুন করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অনেকেই বলছেন, ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির সঙ্গে পেজেশকিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গির বেশ পার্থক্য রয়েছে। দেশটিতে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কারণে রাষ্ট্রীয় নীতি, পরমাণু কর্মসূচি বা পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কে পেজেশকিয়ান কতটা পরিবর্তন আনতে পারবেন সেটা নিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে। মাসুদ পেজেশকিয়ান হৃদরোগ বিষয়ক সার্জন। তিনি ২০০৮ সাল থেকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় তাবরিজ শহর থেকে ইরানের পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন।

ভালো পড়াশোনা ও আদর্শ মানুষ গড়ার ঠিকানা

আল-আমীন মিল্লী মিশন

গ্রাম ও পোঃ - হটুগঞ্জ, থানা : উস্থি, ব্লক - মগরাহাট-১, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
জনাব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান : জি.ডি চ্যারিটেবল সোসাইটি

প্রধান উপদেষ্টা
সেখ নুরুল হক
আই.এ.এস, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পিএসসি

মহঃ আবদুল গাফফার
চেয়ারম্যান
আল আমীন মিল্লী মিশন

মহঃ আবদুল ওহাব
সাধারণ সম্পাদক
আল আমীন মিল্লী মিশন

সাফল্য : মাধ্যমিক ২০২৪

মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	স্টার	প্রথম বিভাগ	সর্বোচ্চ নম্বর (%)
৪৮ জন	৪৮	২৩	৩৫	৬৫১ (৯৩%)

আজম তাসাদ্দুক মহঃ ৬৫১ (৯৩%)
মমতাজুল হাসান সেখ ৬৫০ (৯২.৮৫%)
ইহতিসামউল হকগাজী ৬৪৯ (৯২.৭২%)
রাজিবুল ইসলাম মোল্লা ৬৪১ (৯১.৫৮%)

সাফল্য : উচ্চমাধ্যমিক ২০২৪

মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	স্টার	প্রথম বিভাগ	সর্বোচ্চ নম্বর (%)
৩০ জন	৩০	১৯	১১	৪৫৯ (৯২%)

জসিম উদ্দিন নাইয়া ৪৫৯ (৯২%)
জাহির আল কাবির ৪৪১ (৮৮.২%)
ইনজামাম মোল্লা ৪৪০ (৮৮%)
আহমাদুল্লাহ বৈদ্য ৪৩৮ (৮৮.৬%)

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির জি.ডি. এম ক্যাটের মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে।

নিট সাফল্য : ২০২৪

আমানাতুল্লাহ সেখ প্রাপ্ত নম্বর-৬৪৩
আমিমুল হাসান মীর প্রাপ্ত নম্বর-৬১৫
সামির হোসেন মোল্লা প্রাপ্ত নম্বর-৬১৪

নতুন উদ্যোগ :
বালিকা বিভাগের কাজ শুরু হয়েছে
অদূর ভবিষ্যতে এতিমখানা শুরু করার পরিকল্পনা আছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৪ মি.

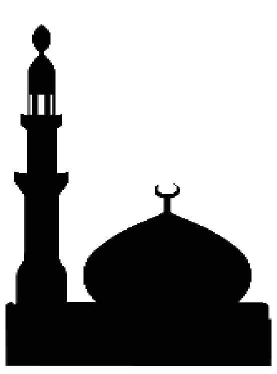

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩৯	৫.০৭
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৯	
মাগরিব	৬.২৪	
এশা	৭.৪১	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

ইসরায়েলে ফুটবল মাঠে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, নিহত ১২

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল অধিকৃত গোলান মালভূমিতে একটি ফুটবল মাঠে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১২ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে অন্তত ১৩ জন। এ হামলার ঘটনায় লেবাননের প্রতিরোধ যোদ্ধা হিজবুল্লাহ'র বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে তেল আবিব।
শনিবার (২৭ জুলাই) এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। হামলার ঘটনায় হিজবুল্লাহকে চরম মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেল আবিব। তবে হিজবুল্লাহ'র পক্ষ থেকে এ হামলার দায় অস্বীকার করা হয়েছে। গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার পর তেল আবিবে যত হামলা হয়েছে, তার মধ্যে এই প্রথম কোনো হামলার দায় অস্বীকার করলো লেবাননের প্রতিরোধ যোদ্ধা হিজবুল্লাহ।
ইসরায়েল অধিকৃত গোলান মালভূমির মাজদাল সামসের ড্রুজ গ্রামের একটি ফুটবল মাঠে ওই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। ১৯৬৭ সালে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হলে ইসরায়েল সিরিয়ার কাছ থেকে এই গোলান মালভূমি দখল করে নেয়। এটি দখলে ইসরায়েলের সিদ্ধান্তকে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই স্বীকৃতি দেয়নি।
এদিকে, ফুটবল মাঠে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় হিজবুল্লাহকে দায়ী করে বিবৃতিতে দিয়েছে ইসরায়েল। এতে বলা হয়েছে, এ ঘটনার জন্য হিজবুল্লাহকে চরম মূল্য দিতে হবে, যা তারা কল্পনাও করছে না।

আমেরিকা থেকে বহিষ্কারের ঝুঁকিতে বৈধ অভিবাসীদের আড়াই লাখ সন্তান

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বৈধ অভিবাসীদের প্রায় আড়াই লাখ সন্তানের ভাগ্য নির্ভর করছে দেশটির সরকারের করুণার ওপর। এই সন্তানেরা বাবা-মায়ের সঙ্গে ছোট শিশু হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। এদের বড় একটি অংশ ভারতীয়। কিন্তু তাদের বয়স এখন ২১ বছর হওয়ায় তারা আর যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে পারবেন না। এ অবস্থায় তাদের নিজ বাবা-মায়ের দেশে ফিরতে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ অভিবাসীদের এ রকম প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার সন্তান রয়েছে, যাদের অধিকাংশ ভারতীয়। এই পরিস্থিতির জন্য গত বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউস রিপাবলিকানদেরই দায়ী করেছে। এদিন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যঁ পিয়ের বলেন, আমি সিনেটে দ্বি-দলীয় সমঝোতার কথা বলেছি, যেখানে তথাকথিত 'ডকুমেন্টেড ড্রিমার্স'দের সহায়তার করার জন্য একটি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু রিপাবলিকানরা পরপর দুইবারই এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। গত মাসে বাইডেন প্রশাসনকে অভিবাসন, নাগরিকত্ব ও সীমান্ত নিরাপত্তা বিষয়ক সিনেট বিচার বিভাগীয় উপকমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর অ্যালেক্স প্যাডিলার নেতৃত্বে এবং রিপ্রেজেনটেটিভ ডেবোরা রসসহ ৪৩ জন আইন প্রণেতা আড়াই লাখের বেশি 'ডকুমেন্টেড ড্রিমার্স'কে রক্ষা করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নিতে আহ্বান করেন।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২০৪ সংখ্যা, ১৫ শ্রাবণ ১৪৩১, ২২ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

বোধোদয়

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বরাবরই বিশৃঙ্খল। তাহার কারণও নিশ্চয়ই রহিয়াছে। এই সকল দেশে রহিয়াছে আইনের শাসনের ঘাটতি। জোর যাহার মুল্লুক তাহার—এই নীতি আজও বিদ্যমান। নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এই সকল দেশ উদাসীন ও অযত্নশীল। জাতীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভঙ্গুর। ফলে এই সকল দেশ যাহারা পরিচালনা করেন, তাহাদের অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয়। তাহারা সমস্যার আসল জায়গায় হাত দিতে পারেন না বা দেন না। ইহাতে এই সকল দেশ ম্যানেজ করা সকল সময় সহজ হয় না। অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলিয়া যায় যে, ম্যানেজ করিবার মতো পরিবেশই আর থাকে না। তখন চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে একসময় সহজ সমাধান হিসাবে দেখা দিত মার্শাল ল’। ইহাতে সংবিধান স্থগিত হইয়া যাইত। পরিস্থিতির উন্নতি হইলে আবার ফিরিয়া আসিত বেসামরিক সরকার; কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ম্যানেজ করিবার এই অস্ত্রে এখন আর ধার নাই বলিলেই চলে। আজকাল মার্শাল ল দেখা যায় কদাচিৎ। তবে এখন অনেক উন্নয়নশীল দেশে ইহার নবসংস্করণ হইতেছে পুলিশি শাসন। এই সকল দেশকে পুলিশি রাষ্ট্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম অনেক দিক দিয়াই তাহারা আজ স্বয়ংসম্পন্ন ও অধিকতর শক্তিশালী। তাই পুলিশ দিয়া যেইখানে শৃঙ্খলা আনা যায়, সেইখানে সেনাবাহিনীর কী দরকার? তাহারা কি নিজ দেশে যুদ্ধ করিবেন? অনেক উন্নয়নশীল দেশ আজ অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত হইয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্র বা সূচকের কথা বিবেচনা করিলে তাহাদের উন্নত দেশের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু উন্নত দেশের মতো উন্নয়ন হইলেও রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্বের মতোই পশ্চাত্পদতা রহিয়া গিয়াছে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার অবনতি হইয়াছে। ইহাতে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এমন পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে শুধু পুলিশি শাসন বজায় আর মামলা-মোকদ্দমা দিয়া সকল কিছু সামলানো যাইবে কি না, সন্দেহ। সেই সকল দেশে বিরোধী দলের স্পেস দিনদিন সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। এমনকি কোনো কোনো দেশে বিরোধী দলের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি হইয়াছে মাস্তান ও গুন্ডাবাহিনী। তাহারাই তৃণমূল পর্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইতেছে। তাহারা স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করিয়া সাধারণ নাগরিকদের উপর চালাইতেছে স্টিমরোলার। বড় সমস্যা হইল, যাহারা সরকারি দলে অনুপ্রবেশকারী এবং উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে তাহাদের দৌরাত্ম্য আরো অধিক। তাহাদের অনেকে রাতারাতি সরকারি দলের সমর্থক বনিয়া গিয়াছে। তাহারা যে সেই দলের আসল লোক নহে, তাহা অনেকেরই অজানা নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বর্ণচোরা, সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। দল বিপদে পড়িলে যে কোনো সময় তাহারা কাটিয়া পড়িতে কার্পণ্য করিবে না। তাহাদের কেহ কেহ দেশের স্বাধীনতাবিরোধীও। দেশ ও দলের প্রতি তাহাদের কোনো মায়া নাই। তাহারা নিজেদের স্বার্থকেই সর্বদা বড় করিয়া দেখে; কিন্তু তাহারাই যখন সরকারি ও অন্যান্য দলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়া গুরুত্বপূর্ণ পদপদবি বাগাইয়া লয় এবং ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলিয়া যায়, তখন তাহাদের দ্বারা যে কোনো অন্যায় ও অনিয়ম করা মোটেও অসম্ভব নহে। তাহাদের অত্যাচার-নির্যাতনে এখন স্থানীয় এলাকায় বসবাস করা শান্তিপূর্ণ ও নিরীহ মানুষের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল, উন্নয়নশীল দেশে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি হইল কেন? এমন তো নহে যে, এই দুঃসহ পরিস্থিতি এক দিনেই সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের ব্যাপারে সজাগ থাকিবার কথা সচেতন মহল বলিলেও কে শুনে কাহার কথা? এই জন্য দেখা যায়, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কোথাও না কোথাও অস্থিরতা লাগিয়াই আছে। তাহাদের ব্যাপারে শাসকদের বোধোদয় না হইলে তাহার পরিণতি কখনোই শুভ হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

বিশেষ সাক্ষাৎকার

প্রদীপ ফানজৌবাম

মণিপুরে মোতায়েন বিপুল সেনা নতুন আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে

প্রায় ১৫ মাস ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুরে সহিংসতা ও সংঘাত চলছে। এ অবস্থায় সেই রাজ্যের পরিস্থিতি কীভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তা জানতে চাওয়া হয়েছিল ইম্ফল রিভিউ অব আর্টস অ্যান্ড পলিটিকস-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং দৈনিক ইম্ফল ফ্রি প্রেস-এর প্রাক্তন সম্পাদক **প্রদীপ ফানজৌবামের** কাছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের নির্বাচন থেকে শুরু করে মণিপুরের অস্থিরতা, মিয়ানমারের পরিস্থিতি ও দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের শক্তি বৃদ্ধির মতো একাধিক সাম্প্রতিক ও জটিল বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **শুভজিৎ বাগচী**

■ উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যের মধ্যে চার রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বা তার শরিকেরা ২০১৯ সালে যেখানে ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটি পেয়েছিল, সেখানে এবার কিছুই পায়নি। আপনার কি মনে হয় মণিপুরে সহিংসতার কারণেই এমনটা হলো?

প্রদীপ ফানজৌবাম: এটা একটি কারণ, কিন্তু অন্যান্য কারণও রয়েছে। উত্তর-পূর্বের প্রতিটি রাজ্য নিজস্বভাবে ভিন্ন। একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে বিজেপি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে। এটি মিজোরাম ও মেঘালয়ে হারের অবশ্যই একটা কারণ। নাগাল্যান্ডে ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রী নেইফিও রিওর দলকে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার হাওয়া বা অ্যান্টি-ইনকামবেন্সির ধাক্কা সামলাতে হয়েছে। মিজোরামে কখনোই খুব একটা শক্তিশালী বিজেপি ছিল না।

■ সে ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা যে কথা বলেছেন, খ্রিষ্টানরা বিজেপির বিরুদ্ধে সমষ্টিগতভাবে ভোট দিয়েছেন, তা কি ঠিক?

প্রদীপ ফানজৌবাম: তাঁরা খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেছেন। এর ফলে খ্রিষ্টানদের মনে হয়েছে যে তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। তারা বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।

■ গির্জা ও উপাসনার স্থান আক্রমণ করা হয়েছে। এটা কেন?

প্রদীপ ফানজৌবাম: মণিপুরে ব্যাপারটা একটু আলাদা। মিডিয়া থেকে আমরা যা জানতে পারছি, তা বাস্তব থেকে একটু ভিন্ন। সব নাগা গির্জা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কুকি চার্চ ভাঙা হয়েছে। সুতরাং এটি ধর্মচালিত হওয়ার পরিবর্তে বেশি জাতিগত বিরোধ।

মণিপুরে ভোটের ধরনও অনেকটাই আলাদা। মণিপুরে দুটি লোকসভা আসন রয়েছে। একটি উপত্যকায়—ইনার মণিপুর এবং অন্যটি পাহাড়ে—আউটার মণিপুর। মণিপুর উপত্যকায় (ইনার মণিপুর) বিজেপির হারের কারণ অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি এবং সাম্প্রতিক সংকট মোকাবিলায় সরকারের অক্ষমতা।

আউটার মণিপুরে অর্থাৎ পাহাড় অঞ্চলে প্রবল ক্ষোভ ছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হবে। ফলে ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন একেকজন প্রার্থী। দক্ষিণ মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায় যেখানে প্রবল সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে এ ধরনের ভোটের কারণে কোনো কোনো পোলিং বুথে একজন প্রার্থী প্রায় ১০০ শতাংশ ভোটও পেয়েছেন। অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে ভোটিং হয়েছে।

তবু চূড়াচাঁদপুরে ধর্ম একটা ফ্যাক্টর নয়। সেখানে অধিকাংশ বিধায়কই বিজেপির। গত নির্বাচনে তাদের আলাদা প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাদের রাগ ছিল।

মণিপুরের দুটি জেলায় কুকিরা রয়েছেন। এর মধ্যে একটি জেলায় কুকিরা নির্বাচন বর্জন করে, শুধু নাগারা ভোট দেয়। তাই ভোট কিছুটা ভাগাভাগি হয়েছে।

■ মণিপুরে নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে কোন সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু করা উচিত?

প্রদীপ ফানজৌবাম: একেবারে প্রথমেই দেখতে হবে কীভাবে এই শত্রুতা ও সহিংসতা বন্ধ করা যায়। তারপর অন্য কথা। প্রথম সপ্তাহের (হিংসার) পরেই গত বছরে কেন্দ্রের বলা উচিত ছিল যে রাষ্ট্র আইন নিয়ন্ত্রণ করবে, সবাইকে নিরাপত্তা দেবে। সেটা হয়নি। এখন আইন বিলুপ্ত বা বলা যায়, আত্মরক্ষার নামে সবাই অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। এর একটা কারণও আছে।

প্রত্যেকেই আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। রাষ্ট্র সবাইকে সুরক্ষা দিতে পারলে পরিস্থিতি অন্য রকম হতো।

এখন এখানে এত বেশি সেনা যে মানুষ সন্দেহ করছে, অন্য কোনো এজেন্ডা রয়েছে। রাজ্য সরকার সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। কেন্দ্রীয় সরকার বিশাল বাহিনী মোতায়েন করেছে। তার সঙ্গে রাজ্যের বাহিনী যদি যোগ করা যায় তাহলে দেখা যাবে ৬০ থেকে ৭০ হাজার বা তারও বেশি নিরাপত্তারক্ষী এখানে রয়েছে। সেই কারণেই সন্দেহ দৃঢ় হচ্ছে। আমি মনে করি, কিছু পরিকল্পনা চলছে, সরকারের মধ্যেও কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে।

■ কী ধরনের পরিকল্পনা আছে বলে মনে করছেন?

প্রদীপ ফানজৌবাম: রাজ্য সরকার কার্যত অকেজো হয়ে গিয়েছিল। লড়াইয়ের যে কমান্ড, তার দায়িত্ব থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি সভা ডাকতে পারতেন, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন না। কেন্দ্র তা করে। অমিত শাহ প্রকাশ্যেই বলেছিলেন যে উপত্যকায় পুলিশ এবং পাহাড় অঞ্চল কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করবে।

এটির ফলে বিভাজন বাড়ে। উপত্যকা সন্দেহ করতে শুরু করে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী কুকিদের পাশে রয়েছে। আর কুকিরা ভাবতে থাকে যে পুলিশ মেইতেই সম্প্রদায়ের পাশে রয়েছে। বাহিনীতে এ ধরনের বিভাজন থাকা অভিপ্রেত নয়। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নেওয়া এ সিদ্ধান্ত ভুল ছিল।

■ এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি মনে করেন উত্তর-পূর্বের দুই মুখ্যমন্ত্রী—আসামের হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং মণিপুরের বীরেন সিংয়ের ওপর বিজেপির অতিরিক্ত নির্ভরতা আগামী দিনে কমবে?

প্রদীপ ফানজৌবাম: আমি তাই মনে করি। হিমন্তের এনইডিএর (নর্থ-ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স অর্থাৎ উত্তর-পূর্বে বিজেপি এবং তার শরিকদের জোট) নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। কিন্তু জোটের শরিক দিয়ে শাসিত সব রাজ্যই বিজেপি ও তার নেতৃত্বাধীন জোটের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। অর্থাৎ বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে। যদি তারা সতর্ক না হয়, তাহলে তাদের অবস্থা কংগ্রেসের মতো হতে পারে। কংগ্রেসও এখানে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কেমন যেন মনে হয়, অতীতের একটা পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

■ ভয়েস অব দ্য পিপল পার্টি বা জোরাম পিপলস মুভমেন্ট জাতীয় স্বতন্ত্র স্থানীয় দলগুলো বিজেপি বা ইন্ডিয়ার সঙ্গে জোটবদ্ধ নয় এবং তারা নির্বাচনে ভালো করেছে। কিন্তু উত্তর-পূর্বে আমরা দেখেছি, দলগুলো প্রায়ই কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলগুলোর সঙ্গে নিজেদের জুড়ে ফেলে। যেমনটি সম্প্রতি ত্রিপুরায় ঘটেছে। এ রকম সম্ভাবনা কি আছে?

প্রদীপ ফানজৌবাম: তারা কেন্দ্রের দলের সঙ্গে যেতে পারে।

উত্তর-পূর্বের দলগুলো কিছুটা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং শাসক দলের সঙ্গে জোট বাঁধতে চেষ্টা করে, যদিও এখানে বিদ্রোহীরাও রয়েছে। এর কারণ, তিন দশক আগে কেন্দ্র কখনো আঞ্চলিক দলগুলোকে বিশ্বাস করেনি। বিদেশি শক্তির রাজ্যগুলোকে অস্থিতিশীল করার অজুহাতে তারা বারবার সরকার ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বা দল ভাঙিয়েছে। এর একটা প্রভাব তো আছেই, বিশেষ করে দুর্বল রাজ্যে।

■ মিয়ানমারের প্রসঙ্গে আসা যাক। সেখানে পরিস্থিতি প্রতি মাসেই খারাপ হচ্ছে। এর কী ধরনের প্রভাব মিয়ানমার ও উত্তর-পূর্ব দুই অঞ্চলেই দেখা যাবে বলে আপনার মনে হয়?

প্রদীপ ফানজৌবাম: এটা নিয়ে বিশেষ দ্বিমত নেই, মিয়ানমারের পরিস্থিতি উত্তর-পূর্বের রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। মণিপুরে, অস্ত্র ও মানুষ প্রবেশ করছে। এখানে সমস্যাও তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়া রয়েছে মাদক ব্যবসা। তবে যারা মিয়ানমার থেকে আসছে, সন্দেহ নেই তারাও বাধ্য হয়েই আসছে। সেখানে চূড়ান্ত দারিদ্র্য রয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক কারণেই তারা ঢুকছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, মিয়ানমারে কি এই বিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকবে এবং জান্তা উৎখাত হবে, নাকি শেষ পর্যন্ত টিকে যাবে। আমি কয়েকজন অভিজ্ঞ মিয়ানমার বিশ্লেষকের সঙ্গে কথা বলেছি, যাঁরা ওখান থেকে কাজ করছেন। যেমন রিচার্ড হরসি (ক্রাইসিস গ্রুপের মিয়ানমার উপদেষ্টা) বা এমা লেসলি (আন্তর্জাতিক মিয়ানমার পর্যবেক্ষক)। তাঁদের ধারণা, বিদ্রোহ অব্যাহত থাকবে এবং সামরিক বাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে সমস্যায় পড়বে। কিন্তু সার্বিকভাবে সেনাবাহিনীর সেখানে পরাজয় ঘটবে বলে কেউ মনে করেন না। এর কারণ, বিরোধী বিদ্রোহীরা ঐক্যবদ্ধ নয়। কাচিনরা চিনদের বা চিনরা আরাকানদের, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। পাশাপাশি ইরাবতী সমভূমিতে বামার সম্প্রদায়ের (সবচেয়ে বড় জাতিগত সম্প্রদায়) ভেতরেও বিরোধ রয়েছে।

এ ছাড়া পাহাড়ে জাতিগুলো ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা। যেমন কাচিন বা চিন সমাজের মানুষ হলেন মূলত খ্রিষ্টান। তারপর আরাকান বা শানের মতো অঞ্চলের মানুষ মূলত বৌদ্ধ। একেকটি রাজ্যের মধ্যেই নানান জাতি-ধর্মের মানুষ রয়েছেন। অনেকটা উত্তর-পূর্ব ভারতের মতোই।

উত্তর-পূর্ব ভারতে আপনি বলতে পারবেন না যে এটি একটি ‘ব্লক’ এবং পাশেরটি অন্য একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ‘ব্লক’—সব মিলেমিশে রয়েছে। বিদ্রোহীরা জিতলে, তারা বিভিন্ন অসংলগ্ন অঞ্চলে জিতবে এবং এটা কখনোই ব্যাপক আকার ধারণ করবে না। কারণ, এদের নিজেদের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া নেই। এ অবস্থায় যতক্ষণ না সেনাবাহিনী হাল ছেড়ে দিচ্ছে, ততক্ষণ তাদের হারার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ ছাড়া চীন মিয়ানমারের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী।

■ চীনের আগ্রহের বিষয়টা কী রকম?

প্রদীপ ফানজৌবাম: তাদের ভারত মহাসাগরে যাওয়ার কোনো সমুদ্রপথ নেই। যেহেতু তাদের সম্পদের একটা অংশ আফ্রিকা বা আরব উপদ্বীপ থেকে আসছে, তাই তাদের জন্য ভারত মহাসাগরে প্রবেশাধিকার থাকা গুরুত্বপূর্ণ, যা তাদের নেই। এ মুহূর্তে তারা মালাক্কা প্রণালি ব্যবহার করে ঘুরপথে যাওয়া-আসা করছে। প্রণালিটি যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং তারা ভারত মহাসাগরে ‘অ্যাকসেস’ (প্রবেশাধিকার) পাওয়ার জন্য মরিয়া। এ কারণে মিয়ানমারে যেই ক্ষমতায় থাকবে, চীন তার সঙ্গেই থাকবে। ফলে বিপুল অর্থ সে দেশে বিনিয়োগ করতে পারে।

এ মুহূর্তে চীন জান্তার সঙ্গে রয়েছে। যদি তারা বুঝতে পারে জান্তা হেরে যাচ্ছে, তাহলে চীন বিদ্রোহী দলগুলোকে ব্যবহার করবে, যাতে তারা শেষ পর্যন্ত চীনের থেকে দূরে সরে না যায়। অং সান সু চি ক্ষমতায় এলে তাঁকেও লালগালিচা দিয়ে বরণ করবে, যা তারা অতীতে করেছে। এগুলোর কারণ বহু। মিয়ানমারের সিত্তে থেকে চীনের কুনমিং পর্যন্ত একটি পাইপলাইন রয়েছে, মিয়ানমার চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগের শরিক হয়েছে, যা মিয়ানমারের ভেতর দিয়ে গেছে। এখন একটি উচ্চগতির রেলওয়ে যোগাযোগের কাজও হচ্ছে।

চীনের অপর একটি পথ রয়েছে। সেটি হলো পাকিস্তান হয়ে গদর বন্দরে পৌঁছানোর পথ। তবে সেই পথ দুর্গম, সেখানে বিপদও বেশি। সেখানে কারাকোরাম রেঞ্জ রয়েছে এবং এটি বেলুচিস্তানসহ এমন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গেছে, যেখানে পাকিস্তানের সরকার দুর্বল। সুতরাং মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত স্থলপথ বেছে নেওয়াই চীনের জন্য সুবিধার হবে।

এখন দেখা যাচ্ছে যে চীন যদি কোনো একটি অঞ্চল নিয়ে আগ্রহ দেখায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমাদের, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের সেই অঞ্চল সম্পর্কে আগ্রহ বেড়ে যায়। সেটাই এখানে ঘটছে। ফলে মিয়ানমার ধীরে ধীরে এমন একটা কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে, যেখানে ভবিষ্যতে হয়তো ‘শীতল যুদ্ধ’ দেখা যাবে।

■ এ রকম অবস্থায় প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের গুরুত্ব কতটা?

প্রদীপ ফানজৌবাম: ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারলে চীন খুশি হবে। কারণ, সে ক্ষেত্রে এ অঞ্চল দিয়ে তারা ভারত মহাসাগরে যেতে পারবে। এ ছাড়া আমি মনে করি, এর ফলে উভয় দেশেরই কিছুটা লাভ হবে। কারণ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা কমে যাবে। কিন্তু আপাতত ভারত এতে রাজি হবে না। তাই চীন ক্রমেই বাংলাদেশ, নেপাল বা ভুটান ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করবে।

সৌ: প্র: আ:

কমলার জনপ্রিয়তার পারদ চড়ছে, কিন্তু টিকে থাকবে কতক্ষণ?

আরওয়া মাহদাবি

রাজনীতিতে একটি সপ্তাহকে সব সময়ই দীর্ঘ সময় বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে চলতি সপ্তাহটি কমলা হ্যারিসের জীবনের সম্ভবত দীর্ঘতম সপ্তাহ। কাগজে-কলমে যদিও জো বাইডেন এখনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট, তবে রাজনীতিতে তিনি যে ইতিমধ্যেই প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছেন, তা তিনি নিজেও টের পাচ্ছেন। কারণ, সবার দৃষ্টি এখন কমলার দিকে। কমলা যে গতিতে আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম অজনপ্রিয় একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকে ডেমোক্র্যাট পার্টির সম্ভাব্য শীর্ষ নেতার আসনে বসেছেন এবং তাঁর পেছনে উৎসাহী ভক্তদের যে বিশাল বাহিনী দেখা যাচ্ছে, তা এককথায় বিস্ময়কর। বাইডেনের এই রাজনৈতিক পতনকে ব্যাপকভাবে শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। অন্যদিকে হ্যারিসের ভাগ্যের আচমকা উত্থান রূপকথার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সপ্তাহের ঘটনা সারসংক্ষেপের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব, বাইডেন নির্বাচনের দৌড় থেকে সরে দাড়িয়েছেন এবং গত রোববার তিনি কমলাকে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়েছেন। তার পরের দিন সোমবার ডেমোক্রেটিক শিবির সর্বশক্তি দিয়ে কমলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লাখো চাঁদাদাতা তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। কমলার প্রচারণা শুরুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আগের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে ডেমোক্র্যাট শিবিরের চাঁদা তহবিলে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার জমা পড়েছে।

দলের হয়ে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে লড়তে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য মঙ্গলবার নাগাদ কমলা দলের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমর্থন পেয়েছেন। এরপর শুক্রবার বারাক ওবামা ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলাকে সমর্থন দেন। এই সব দিক বিবেচনায় দলের প্রার্থী হিসেবে তাঁর অভিষেক-পর্ব বলা যায় প্রায় শেষ।

গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, কমলা শুধু তাঁর দলের অভিজাত শ্রেণির একচেটিয়া সমর্থন পাননি; সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশও তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছে। এই সময়ের তুমুল জনপ্রিয় ব্রিটিশ পপস্টার শার্লি এক্সসিএক্স গত রোববার তাঁর এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) ‘কমলা ইজ ব্র্যাট’ (কমলা এক দস্যি মেয়ে) লিখে পোস্ট করেছেন। শার্লির এই অনুমোদন কমলাকে পপ কালচারের মাঝখানে নিয়ে এসেছে। শার্লির নতুন অ্যালবাম ব্র্যাট তুমুল আলোড়ন তুলেছে। অ্যালবামটির কলাপাতা-সবুজ রং সব জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে। শার্লির অনুমোদনসূচক টুইটের পরপরই কমলা হ্যারিসের এক হ্যান্ডলের ব্যাকড্রপের রং শার্লির ব্র্যাট অ্যালবামে ব্যবহৃত কলাপাতা সবুজ রঙে পরিবর্তিত করা হয়েছে। কমলার প্রচারণা কেবল ব্র্যাটভক্তদেরই আলিঙ্গন করেনি, এটি সব কমলা-সমর্থকের দিকে ঝুঁকছে। তাঁকে নিয়ে বানানো নানা ধরনের মিম ইন্টারনেটে প্লাবিত হয়ে গেছে। ২০২৩ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসে হিস্প্যানিক তরুণদের উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে তিনি তাঁর প্রয়াত মায়ের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার মা আমাদের বলেছিলেন, “বাছারা, তোমাদের কী সমস্যা বলো তো? তোমরা কি ভাবো যে তোমরা একদিন ঠাস করে নারকেলগাছ থেকে পড়েছ?”’

তিনি এই কথার মধ্য দিয়ে তরুণদের বোঝাতে চাইছিলেন, একদিনে হুট করে কেউ বড় হয় না। এরপর কমলা তরুণদের দার্শনিক জ্ঞান দিয়ে বলেছিলেন, ‘তোমরা যেখানে বেড়ে উঠছ এবং তোমরা যেখান থেকে উঠে এসেছ, তার পুরো পটভূমিতে তোমার অস্তিত্ব আছে।’ ওই বক্তৃতার পরপরই নারকেলগাছের ছবির মধ্যে কমলার ছবি বসিয়ে দিয়ে বানানো মিম ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছিল। কমলার হুট করে প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা পেয়ে যাওয়ার বিষয়টি নেটিজেনদের ‘ঠাস করে নারকেলগাছ থেকে পড়ার’ কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। ফলে সেই মিমগুলো চলতি সপ্তাহে ফের ইন্টারনেটে প্লাবিত হয়েছে। তবে সেগুলোতে তাঁর ইতিবাচক দিকই ফুটে উঠছে। ইন্টারনেট এখন কমলার অনন্য কথা বলা ও হাঁটাচলার স্টাইলকে একটি সম্পদে পরিণত করছে। টিকটকের কনটেন্ট এবং নারকেলবিষয়ক মিমগুলো এখন পর্যন্ত একটি অত্যন্ত হতাশাজনক নির্বাচনী শিবিরে অতি প্রয়োজনীয় আনন্দ ও উচ্ছ্বাস যুক্ত করতে সাহায্য করেছে। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে কমলা এখন দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছেন। একটি নতুন জেনারেশন ল্যাব জরিপে দেখা গেছে, কমলা ভোটারদের একটি বিরাট অংশের সমর্থন পেয়েছেন। অন্য একটি জরিপে দেখা গেছে, তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বকে উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত করেছেন। প্রশ্ন হলো, কমলা হ্যারিসের এই যে জনপ্রিয়তার ঢল দেখা যাচ্ছে, তা কি শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যাবে? মার্কিন নির্বাচনে অবশ্যই এমন নজির আছে, যেখানে একজন নারী দ্রুত প্রায় শিখর পর্যন্ত ওঠার পর দ্রুতই তাঁকে ছিটকে ফেলে দেওয়া হয়। রিপাবলিকানরা ইতিমধ্যে কমলাকে বর্ণবাদী এবং শ্লীলতাবর্জিত আক্রমণের মাধ্যমে ছিটকে ফেলে দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। তারা ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর রেকর্ডকেও আক্রমণ করেছে। তারা তাঁকে ‘সীমান্ত জার’ বলে আখ্যায়িত করে অভিবাসন-সংকটের জন্য দায়ী করেছে।

এরপর আছে গাজার মানবিক সংকট। ইন্টারনেট হ্যারিসকে এখন একটি প্রেমময় ও লাস্যময়ী মুখ হিসেবে তরুণদের সামনে তুলে ধরছে বটে; তবে তার সেই ভাবমূর্তি তিনি কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবেন, সেটি এক প্রশ্ন। গাজা প্রশ্নে বাইডেন যে ভয়ংকর নীতি (যা তরুণদের কাছে গভীরভাবে অজনপ্রিয়) অনুসরণ করে আসছেন, কমলা যদি সেই নীতির মুখ হয়ে ওঠেন, তাহলে তিনি ডেমোক্র্যাটদের অনেকের সমর্থন হারাবেন। যেমন মিশিগান অঙ্গরাজ্যের কথা বলা যেতে পারে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুইং স্টেট। এখানে প্রচুর আরব আমেরিকান নাগরিক রয়েছেন। গাজা ইস্যুতে কমলার ভাবমূর্তি বাইডেনের মতো হলে এই ধরনের অঙ্গরাজ্যে কমলা দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাবেন।

এখন পর্যন্ত কমলা গাজা ইস্যুতে অতি সাবধানে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছেন। তিনি তাঁর থেকে প্রগতিশীলদের বিচ্ছিন্ন না করার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি তিনি নিজেকে ‘ইসরায়েলবিরোধী’ হিসেবে চিহ্নিত না করারও চেষ্টা করছেন। গত বুধবার কংগ্রেসে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ভাষণ তিনি সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যান এবং এর বদলে তিনি তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে একান্ত বৈঠক করেছেন। গত বৃহস্পতিবার কমলা বলেছেন, গাজা ইস্যুতে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করার সময় এসেছে। তবে একই সঙ্গে তিনি ইসরায়েলের জন্য ‘অটল’ সমর্থনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এখন কমলা আর ট্রাম্প দুটি পরস্পরবিরোধী মুখ। কমলা ‘প্রসিকিউটর’, ট্রাম্প ‘অপরাধী’। ট্রাম্প একজন বৃদ্ধ মানুষ, কমলা একজন অপেক্ষাকৃত তরুণী। আবার বলছি, এক সপ্তাহ রাজনীতিতে দীর্ঘ সময়। আর নির্বাচন হতে এখনো ১৪টি সপ্তাহ বাকি।

আরওয়া মাহদাবি গার্ডিয়ান-এর কলামিস্ট

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

প্রথম নজর

কাশ্মীরে সেনার উপর হামলা, মৃত্যু এক

আপনজন ডেস্ক: এই হামলার পিছনে যে পাকিস্তানের গোপন মদত আছে, তা অনেকেই মনে করছেন। শনিবার কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার পাকিস্তান সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ভারতের নিরাপত্তা সূত্রের মাধ্যমে জানা গেছে, পাকিস্তানের বর্ডার অ্যাকশন টিমের (বিএটি) সদস্যরা হামলা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত ও পাকিস্তানের সংঘাতের সময় একাধিক আক্রমণে এই টিম জড়িত ছিল। রি অবস্থায় ভারতের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

ভারতের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে এক আধিকারিক বলেছেন, এটা আগ্রাসী পদক্ষেপ এবং পরিষ্কারভাবে নিয়ন্ত্রণ রেখায় উত্তেজনা বৃদ্ধির চেষ্টা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় ভারতীয় সেনাবাহিনী বলেছে, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের সাথে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। তবে এই অজ্ঞাত ব্যক্তিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য নাকি সন্ত্রাসী সেই বিষয়ে কিছু জানায়নি ভারতের সেনাবাহিনী। ভারত তদন্ত করে চলেছে।

রক্তদানের মাধ্যমে সম্প্রীতির ঐক্যের ডাক ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: হাড়োয়ায় এক অরাজনৈতিক সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান উৎসব হয়। তাতে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, তিনি বলেন রক্ত দান একটি মানবিক দান, যা সমাজের স্বাস্থ্য বান্ধব উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সমাজের নাগরিকদের দ্বারা সেবা সর্বোত্তম উপায়ে প্রদান করা যেতে পারে। পাশাপাশি তিনি বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শান্তি সম্প্রীতির বাংলায় ধর্মীয় ভেদাভেদ সৃষ্টি করা যায় না। এখানে রামের রক্তে রহিমের প্রাণ বাঁচে, অন্যদিকে রহিমের রক্তে রামের প্রাণ বাঁচে। তাই রক্তদানের মাধ্যমে সম্প্রীতির ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, রক্ত দান একটি মানবিক দান, একটি মানবতার চিহ্নিত উপহার।

মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কন্যা প্রিয়দর্শিনী হাকিম বলেন, রক্ত দানের মাধ্যমে আপনি কাউকে নতুন জীবনের আশা দিতে পারেন, প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করতে পারেন।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ।

উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, সরোজ ব্যানার্জি, সামীম হোসেন,আয়োজক কমিটির কুতুবউদ্দিন তরফদার, মাওঃ বাকি বিল্লাহ, আব্দুল খালেক মোল্লা, ফরিদ জমাদার, আবদুল্লাহ, পীরজাদা হাজী রাকিবুল আজিজ,মমতাজুল হক বৈদ্য প্রমুখ।

সামশেরগঞ্জ থানার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গ্রীষ্মকালীন সময়ে অসহায় মুমূর্ষ রোগীদের পাশে দাঁড়াতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। রবিবার উৎসর্গ প্রকল্পে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার তত্বাবধানে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের উদ্যোগে থানা প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবিরে অর্ধশতাধিক মানুষ রক্তদান করেন। শিবিরে নিজেই রক্তদান করেন সামশেরগঞ্জ থানার ওসি অভিজিৎ সরকার। পাশাপাশি সিভিক থেকে শুরু করে পুলিশ কর্মীরা রক্তদান করেন। শিবিরে মহিলাদের রক্তদানের চিত্র লক্ষ করা যায়। এদিন রক্তদানের পাশাপাশি দীর্ঘদিন আগে হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া ৮০ টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে।

এদিনের রক্তদান শিবির ও মোবাইল বিতরন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর লোকসভা সাংসদ খলিলুর রহমান, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নাসিম, ফরাক্কার এসডিপিও কৌশিক বসাক, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজসেবী রামকৃষ্ণ সিং, ওসি অভিজিৎ সরকার, ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যান ইঞ্জামামুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য আনারুল হক বিপ্লব সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিন থানায় অভিনব উদ্যোগ নিয়ে রক্তদান শিবির ঘিরে সাধারণ মানুষ, সিভিক এবং পুলিশ কর্মীদের ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় সামশেরগঞ্জ থানার ওসি অভিজিৎ সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের সাধুবাদ জানান সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট জনেরা।

এদিন রক্ত দিতে আসা সকল রক্তদাতাদের অভিনব উদ্যোগে গাছের চারা প্রদান করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মূলত বৃক্ষরোপণ নিয়ে সচেতনতা করতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয় সামশ্ররগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে।

পায়ের শিকল বাঁধা অবস্থায় রাস্তায় হাঁটা যুবতীকে উদ্ধার করল ডায়মন্ডহারবার পুলিশ

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: বছর ২৫ এর এক যুবতীর দুটি পায়ে মোটা শিকলে তালা চাবি মারা অবস্থায় শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে পরনে একটি শাড়ি কাঁদে একটি ঝোলা ব্যাগ সচরাচর কোন মানুষ প্রথমে বুঝতে পারবে না পা দুটি শিকল বাধা, পা দুটি দিয়ে ঘোষটাতে ঘোষটাতে হাঁটছেন এক যুবতী। এমনই ছবি দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন্ড হারবার থানার স্টেশন মোড়ে, সকাল থেকে এভাবে অনেকে চোখ এড়িয়ে মেয়েটি ঘুরতে দেখা যায়। অবশেষে বেশ কয়েকজনের চোখে পড়ে ওই যুবতীর পায়ে মোটা শিকল দিয়ে বাঁধা এরপর ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রথমেই কোন কথার উত্তর দিচ্ছিল না কেউ খাওয়ার দিচ্ছে কেউ আবার নাম জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা করছে। তার পায়ে এমন শিকল বাঁধা কেন আলতো আলতো ভাবে যুবতী বলল তার মা তাকে এভাবে বেঁধে দিয়েছে। সে কিভাবে এল কার সঙ্গে এলো সে কিছুই বলতে পারছে না ।এরপর স্থানীয়রা খবর দেওয়া হয় ডায়মন্ড হারবার থানাতে। ডায়মন্ডহারবার থানার পুলিশ খবর পাওয়ার মত মাত্রই গাড়ি নিয়ে চলে আসে ডায়মন হারবার স্টেশন মোড়ের কাছে, যুবতীর সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করে বাড়ি ঠিকানা , তবে সঠিকভাবে বলতে পারছিল না অবশেষে ওই যুবতীকে গাড়িতে তুলে থানাতে নিয়ে যায় এরপর পায়ে জড়ানো সেই মোটা শিকল বেশ কিছুক্ষণ ধরে ধারালো করাত দিয়ে কেটে ফেলার চেষ্টা চলে, অবশেষে শিকল কেটে বাদ দেওয়া হয়। পায়ের দুটি অংশ বেশ ফুলে গেছে বেশ কিছুদিন ধরে এভাবে পায়ে শিকল বাধা অবস্থায় থাকার কারণে পায়ে বেশ কিছু জায়গায় কেটেও যায় কাল সিটের দাগ পড়ে যায়। বেশ কসরত করে পায়ের শিকল কাটার পর কিছুটা স্বস্তি পেল ওই যুবতী। এরপর মানবিক পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার একটি নতুন শাড়ি জামা দেওয়া হয়। পরনে যা ছিল সেগুলোকে পরিবর্তন করে মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ারের সাহায্যে নতুন জামা কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়। খেতে দেওয়া হয় বিরিয়ানি। এরপর বেশি কিছুক্ষণ ধরে তার মতন হয়ে তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করে বাড়ির ঠিকানা। পুলিশ প্রশাসনের সূত্রে জানা যায় ওই যুবতী কিছুটা মানসিক ভারসাম্যানি বাড়ি আমতলা এলাকারই নাম বলছে। তবে সঠিক কিনা তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। যদি তার বাড়ির কোন ঠিকানা না পাওয়া যায়, প্রশাসন সূত্রে জানা যায় ওই যুবতীকে কোন নির্দিষ্ট হোম পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। তবে বর্তমান ওই যুবতী এখন ডায়মন্ড হারবার থানাতে তার আস্তানা হয়েছে।

মডার্ন মাদ্রাসায় তাফসির মাহফিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার পুরশুড়া বিধানসভার অন্তর্গত মুহাম্মদীয়া মডার্ন মাদ্রাসায় তাফসির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাওলানা মাহমুদুর রহমান কাসেমী, মাদ্রাসার চেয়ারম্যান শেখ মুজিবুল হক সভাপতি পীরনগর দরবার শরীফের পীরজাদা মাওলানা আবুল কাশেম, সহ-সভাপতি সিরাজুল হক, সম্পাদ খন্দকার সৈইয়েদুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক হিলাল মন্ডল, ইমাদুল ফুরকাইদ, সাইফুল মিদ্দা, শেখ জাহির, মফিজুল মিদ্দা প্রমুখ। দুয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কাঁটাদিঘি মাদ্রাসায় জমিয়তের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রবিবার বাঁকুড়া জেলা জমিয়তের ওয়াকিং কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হল জেলা জমিয়তের কার্য্যালয় কাঁটাদীঘি মাদ্রাসা ইসলামিয়া খলিলিয়া প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি শেখ মোজাহারুল ইসলাম সাহেব ও সম্পাদক হাফিজ আকিল আহমাদ সহ জেলা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য গণ।

আজকের সভায় জমিয়তের তহবিল এবং জমিয়তের কর্মীদের কর্মপদ্ধতি কেমন হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও গত দিল্লীতে সর্বভারতীয় মজলিশে মুনতাজিমা অধিবেশনে আলোচনার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন ডাঃ নিয়ামত আলী মন্ডন ও আলহাজ্ব শেখ সিরাজুল আলম ।

ছবি: হারুন অল রশিদ

পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের উত্তরণে বিদ্বজ্জনদের সভা সংগ্রামপুরে

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬৪ শতাংশ মুসলমান পরিবার দারিদ্ররেখার নীচে অবস্থান করছে। তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ বাংলার ৪৭ শতাংশ মুসলমান মানুষ হয় খেতমজুর,বা দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন। ভাল চাকরির অভাব, কাজের অভাব, ঠিকা শ্রমিক হয়ে দিন গুজরান করার ফলে মুসলমান সমাজে দারিদ্রের এত প্রাবল্য। এই মানুষগুলি যেখানে দিনরাত দারিদ্রের সঙ্গে লড়ছেন, তাদের কথা ভেবে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু দের পাশে থাকতে বিশিষ্টজন সমাবেশ ও আলোচনা সভা অধ্যাপক জাহান আলি পুরকাইতের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তগ্রাম দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসায়। উপস্থিত বিশিষ্টজনরা বলেন, স্বাধীনতার প্রায় ছিয়াত্তর বছর পেরিয়ে এসেও তাই অমুসলিমদের চোখে মুসলমানদের পরিচিতি মূলত অশিক্ষিত ও হতদরিদ্র একটি সম্প্রদায় রূপেই। সাচার কমিটির রিপোর্ট দেখলেই বোঝা যায় এই বিশেষ জনগোষ্ঠীর কী করুণ হাল। তার সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো রয়েছে রাজ্যে ও দেশে ধর্মীয় বিদ্বেষ। আর এই দ্বিমুখী কারণেই এদেশের জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশের ওপরে মুসলমান হলেও কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদের মাত্র ৬ শতাংশের মতো মুসলমান। কিন্তু বিচারাধীন বন্দিদের ২০ শতাংশের মতো মুসলমান, আর সাজাপ্রাপ্ত জেলবন্দি কয়েদিদের প্রায় ১৬ শতাংশই মুসলমান। অথচ যাদের হাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা তথা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করার অধিকার, সেই পুলিশের মাত্র ৮ শতাংশের মতো মুসলমান। এই পরিসংখ্যা দেখে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে আইনসভা ও পুলিশ-প্রশাসনে জনসংখ্যার তুলনায় কম প্রতিনিধি থাকার কারণে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব হওয়া অসম্ভব নয়। অথচ, যে-সমস্ত ব্লকে ৫০ শতাংশ বা তার বেশি মুসলমান মানুষের বাস সেখানে স্বাস্থ্যের বিভিন্ন পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে মুসলমান এলাকায়। রাজ্যের মুসলমানরা পিছিয়ে রয়েছেন বিভিন্ন সূচকে। একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থায় পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির মানুষের উন্নয়ন করা সরকারের দায়িত্ব। তা নিয়ে সদর্থক আলোচনা না করে যাঁরা তোষণ দেখতে পাচ্ছেন, তাঁরা তথ্যনির্ভর আলোচনা নয়, ভরসা রাখছেন। আবারও কিছু বিখ্যাত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা নগণ্য। মনে রাখতে হবে, রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে ২৭ শতাংশের বেশি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। অথচ, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম। যতটুকু প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে, তা ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া অংশকে সংরক্ষণ দেওয়ার জন্য হয়েছে বলে মনে হয়। উপরের তথ্য প্রমাণ করছে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের মানুষেরা পিছিয়ে রয়েছেন। পাশাপাশি তারা এও জানান শুধু মাত্র সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবার ভাবনা নয় আদিবাসী ও অন্যান্য নিপীড়িত মানুষের পাশে থাকার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাস আন্দোলনের প্রাক্তন ছাত্রনেতা শফিকুর রহমান, মাওলানা মোজাফফর হোসেন, হাসিবুর রহমান, মাওলানা আব্দুল কাদের, মফাক্কেরুল ইসলাম, মাওলানা আবুল কালাম, , মাওলানা আহসান উল বারী, মাওলানা আব্দুর রউফ, এ কে এম গোলাম মোর্তজা, বাকিবিল্লাহ, আইনজীবী আনিসুর রহমান, নূরনবী সরদার, মাওলানা এফ এম খালিদ, নজরুল ইসলাম লস্কর, আজিজুল হক প্রমুখ।

ফের কুমিরের পেটে গেল এক মৎস্যজীবী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কাকদ্বীপ

আপনজন: আবার কুমিরের পেটে সুন্দরবনের এক মৎস্যজীবী। অন্যান্যদের থেকে মাছের খোঁজখবর নেওয়ার সময় কুমির তাঁকে আক্রমণ করে।সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার সত্যদাসপুর এলাকার ওই মৎস্যজীবীকে রবিবার রাত পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি।তবে নদীতে তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে।ওই মৎস্যজীবীর নাম আসমাউদ্দিন শেখ। রবিবার সকালে এলাকার কয়েকজন মৎস্যজীবী নদীতে জাল দিচ্ছিলেন।তখন আসমা উদ্দিন তাঁদের কাছে মাছের খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। নদীর চরেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। আচমকাই একটি কুমির লেজের ঝাপটা দিয়ে তাঁকে জলে ফেলে দেয়। মুখে করে টেনে গভীর জলে নিয়ে চলে যায় ওই মৎস্যজীবীকে। খবর পাওয়ামাত্রই গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা ও বনদপ্তর তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের সাহায্য করেন স্থানীয়রা।ওই মৎস্যজীবীর খোঁজে নদীতে তল্লাশি চলছে।তবে এখনও মৎস্য জীবীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। উল্লেখ্য, মাসখানেক আগে ওই একই এলাকা থেকেই কুমিরের পেটে গিয়েছিল এক নাবালক। তিন দিন পর তার দেহ উদ্ধার হয়।

রাস্তার কাজ তদারকি জেলা পরিষদ সদস্যর

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: জেলা পরিষদের ঢালাই রাস্তার কাজ সরজমিনে পরিদর্শন করলেন জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন সহ একাধিক নেতৃত্ব গণ।অনেক সময় রাস্তার কাজের দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসে তাই নিজ জেলা পরিষদের ঢালাই রাস্তার কাজে যেনো কোনো দুর্নীতি না হয় এবং সঠিক নিয়মে রাস্তার কাজ হচ্ছে কি না সেই বিষয়ে সরজমিনে গিয়ে পরিদর্শন করলেন।এদিন জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং রাস্তার কাজ দেখে নেওয়ার জন্য বলেন যাতে জনগণের কাজ সঠিক নিয়মে হয়।জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেনের পরিদর্শনে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।রাজ্জাক হোসেন বলেন গত শনিবার সংবাদ মাধ্যমে দেখতে পাই সাদিখার দেয়ার অঞ্চলে একটি পিচ রাস্তার কাজে দুর্নীতির অভিযোগে করেন স্থানীয় মানুষ তাই আমি জেলা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় যে ঢালাই রাস্তা হচ্ছে জলঙ্গী ব্লকের চোয়াপাড়া অঞ্চলের কীর্তোনিয়া পাড়ার পীর পাড়া মসজিদ থেকে গোরস্থান পর্যন্ত সেই রাস্তার কাজ রবিবার সকলে গিয়ে পরিদর্শন করলাম।রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন সেই উন্নয়ন মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আগামী দিনে আরো বেশি উন্নয়ন মূলক কাজ করার চেষ্টা করবো বলে জানান জেলা পরিষদের সদস্য।

দিঘায় সম্মেলন ও বাংলা বঙ্গ কৃতি সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দিঘা

আপনজন: বিভিন্ন সামাজিক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে দিঘায় এক জাতয়ি সম্মেলনে বঙ্গ সম্মান দেওয়া হল ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে। কৃতি সম্মাননা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মুফতি মোহাম্মদ ওসমান আলী কাসেমী চেয়ারম্যান , প্রতিষ্ঠাতা ও মুখ্য সম্পাদক আজিজ ওসমানী, এডভোকেট সেখ মফিজুর রহমান, হাজী জানে আলম শেখ , হাজী শেখ ইখতিয়ার হোসেন , মনিরুল ইসলাম , রবিউল হাফেজ হাফিজুর রহমান, সৈয়দ দাউদ হালদার , আমিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ জান, পৌলমী চ্যাটার্জী, আমিরুল ইসলাম, শেখ সাইদুল ইসলাম, সাবিনা ইয়াসমিন, অমিত সর্দার,সৌমেন ভূঁইয়া, ইদুজ্জামান মোল্লা, সৈয়দ শহীদ ওসমানী, প্রমুখ।

ক্যানিং শহরে কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে ভ্যাট

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং মহকুমা শহর।ঐতিহ্যবাহী এই শহরের বুক থেকে লাখ লাখ পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণে পাড়ি দেয়।এছাড়াও বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষজন ক্যানিং শহর থেকে ট্রেনে,বাসে চেপে কলকাতা সহ অন্যান্য জায়গায় যাতায়াত করেন।এহেন ক্যানিং শহরের বুকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। এমনকি খোদ মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ের সামনে,স্পোর্টস্ কমপ্লেক্সের পিছনে আবর্জনায় ভরপুর। তৈরী হয়েছে ময়লা-আবর্জনার স্তূপের পাহাড় রয়েছে। সেই আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধের পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র ক্যানিং শহরে। এমনকি দূষিত হচ্ছে মাতলা নদীও। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে রুমাল দিয়ে যাতায়াত করতে হয় অভিযোগ সাধারণ মানুষের।অভিযোগ অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা রাতের অন্ধকারে জমাকৃত ময়লা আবর্জনা রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায়।ফলে আবর্জনা স্তূপ আকার ধারণ করেছে।এহেন পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছেন সাধারণ মানুষ। এমন কি সামাজিক মাধ্যমে সেই ছবি পোষ্ট করে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে। যদিও সামাজিক মাধ্যমের সেই পোষ্ট বিধায়ক পরেশরাম দাসের নজরে পড়তেই খুবই দ্রুততার সাথে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিধায়ক জানিয়েছেন, 'আমি সামাজিক মাধ্যমে ছবি দেখেই ওখানেই গিয়েছিলাম।কিভাবে পরিষ্কার করা যায় সেটাই দেখতে।ইতিমধ্যে রবিবার থেকে জেসিবি দিয়ে পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ঐতিহাসিক ক্যানিং শহর কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য স্থায়ী একটি ভ্যাট তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রজেক্টের জন্য জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে সোলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট। এই ভ্যাট তৈরী হলে সমগ্র ক্যানিং শহরের সমস্ত ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা যাবে। সেখানে জমাকৃত ময়লা আবর্জনা থেকে প্লাস্টিক আলাদা করা হবে এবং অন্যান্য পচনশীল বস্তু থেকে সার তৈরী হবে।

সাহাজাদপুর মাদ্রাসার মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জেলার অন্যতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহরমপুর পশ্চিম ব্লকের অন্তর্গত সাহাজাদপুর ডাঙ্গাপাড়া মাদ্রাসার মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও দোয়ার মজলিশ অনুষ্ঠিত হল রবিবার। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেবের সভাপতিত্বে ও মাওলানা ইসরাফিল কাসেমীর সঞ্চালনায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন বর্ধমান মেমারি মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস মাওলানা আবুল কালাম কাসেমী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের মহান আল্লাহ ভীষণ পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন। অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস বলেন মসজিদ হল মুসলিম সমাজের মূল কেন্দ্র। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মদিনায় হিজতের সময় যাত্রাবিরতিকালে তিনি কুবা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। ভরতপুরের বিধায়ক বিশিষ্ট সমাজসেবী হুমায়ূন কবির বলেন ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারে যে সমস্ত বেসরকারি মাদ্রাসাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল সাহাজাদপুর মাদ্রাসা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার সেক্রেটারি মাওলানা মানোয়ার হোসেন কাসেমী ও হাফেজ গোলাম মোস্তফা, সভাপতি আব্দুল হামিদ সেখ, সালার কলেজের প্রফেসর হায়দার আলী প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন মাষ্টার আব্দুল খাবির, মাওলানা নাসিবুর রহমান, মাওলানা আহমাদ আলী প্রমুখ।

বৃক্ষরোপণ ও গুণীজন সংবর্ধনা

সাইফুল লস্কর ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা পুরসভার ১০৩ নং ওয়ার্ডের সার্ভে পার্ক থানার অন্তর্গত 'পূর্ব রাজাপুর নাইন স্টার ক্লাবের' উদ্যোগে পালন করা হল অষ্টতম বর্ষ বৃক্ষ রোপণ উৎসব। পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ে ট্যাবলো সহকারে প্রভাতফেরি পথ পরিক্রমা করে। প্রবীণ সমাজসেবী অমল কর্মকার ক্লাবের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। দুস্থ ও মেধাবী দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রের হাতে পাঠ্য বই তুলে দেন ক্লাবের সভাপতি শৈবালকান্তি বসু ও সহ সভাপতি শ্রী বিমান চৌধুরী মহাশয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রদীপ কুমার মন্ডল ।

সোনা প্রতারণা কাণ্ডে এবার কার্তিক দাস

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: সাদ্দামের নকল সোনার মূর্তি প্রতারণার পর আবার কুলতলিতে নকল সোনার কারাবরি সন্ধান মিলল। এবার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে গোপালগঞ্জ অঞ্চলের শানকিজাহানের বাসিন্দার ইরিগেশন দপ্তরের কর্মী তথা বিজেপি নেতা কার্তিক দাসের বিরুদ্ধে। দেউলবাড়ী দেবীপুর অঞ্চলের কাঁটামারি বাজারে সোনালী জুয়েলার্স এর কর্ণধার নিতাই মন্ডলের সোনার দোকানে নকল গয়না দিয়ে কয়েক দপে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে কার্তিক দাসের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন যাবত একাধিক সোনার গয়না বন্দক দিয়ে কয়েক বারে আড়াই লক্ষ টাকা তিনি নেন উক্ত দোকান থেকে। দোকানদার গহনা গেলি কম্পিউটারের মাধ্যমে সোনার গয়নাগুলি পরীক্ষা করায় চক্ষু চড়ক গাছ। দেখেন নকল সোনা। সাথে সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কুলতলি থানায় খবর দেন সোনার জুয়েলারি দোকানদার নিতাই মন্ডল। কুলতলি থানার পুলিশ কার্তিক দাসকে থানায় নিয়ে যায়।

অলিম্পিকে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ মনুর

আপনজন ডেস্ক: মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ জিতলেন মনু। অল্পের জন্য রুপো জিততে পারলেন না। তাঁর স্কোর ২৪৩.২, হরিয়ানার কন্যার কাছে প্রথম থেকেই পদকের আশা ছিল। শনিবার কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে তৃতীয় হয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন মনু। ফাইনালেও শেষ করলেন তৃতীয় স্থানে থেকেই। যদিও ফাইনালে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডের পয়েন্ট যোগ করা হয়নি। কিন্তু তাতেও পদক আটকালো না। ১২ বছর পর শ্যুটিয়ে ভারতকে অলিম্পিক্সে পদক এনে দিলেন মনু ভাকের। ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিক্সে এই ইভেন্ট থেকেই জোড়া পদক এসেছিল ভারতের ঘরে। কিন্তু তার পর প্রত্যাশা থাকলেও তা পূরণ করতে পারেননি ভারতীয় শুট্যাররা। প্যারিস অলিম্পিক্সেও পাহাড় প্রমাণ প্রত্যাশা নিয়ে নামেন ভারতীয় শ্যুটাররা।

টোকিও অলিম্পিক্সে হতাশাজনক ফলাফলের পর থেকেই প্যারিসকে পাখির চোখ করেন মনু। অবশেষে অলিম্পিক্সে দেশকে সাফল্য এনে দিলেন। হরিয়ানার ঝাঝর জেলার বাসিন্দা মনু, তাঁর বাবা নৌ বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শ্যুটিংয়ে নয় বরং অন্য খেলাতেই আগ্রহী ছিলেন মনু। শ্যুটিংয়ের জন্য তাঁর বাবা দেড় লক্ষ টাকা খরচ করেন। এরপর থেকেই এই খেলাকেই বেছে নেন। ২০১৭ সালে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম বড় সাফল্য পান মনু। সেই বছর কেরালায় ন্যাশনাল গেমসে সোনা এবং জুনিয়র এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জেতেন মনু। এখনও পর্যন্ত শ্যুটিং বিশ্বকাপে ৯টি সোনা এবং দুটি রুপো রয়েছে মনুর।

এছাড়া আইএসএসএফ জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চারটি সোনা এবং একটি ব্রোঞ্জ জিতেছেন মনু। ২০১৮ সালে কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছিলেন। ২০২০ সালে টোকিও অলিম্পিক্সে গেলেও হতাশাই উপহার দেন। সেখান থেকে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করলেন প্যারিসে। এবার পোডিয়ামে উঠলেন মনু। পদক জয়ের পর মনু বলেন, আমি খুব ভালো লাগছে, দীর্ঘদগিন পর এই বিভাগে পদক এল। এই বিভাগে আরও পদক আসবে, ব্রোঞ্জ পেয়ে আমি খুশি, আমি হয়ত প্রথম পদক পেলাম, ভারত এবারে অনেক পদক পাবে, আমার অনুভূতি ভাষার প্রকাশ করতে পারব না। কঠিন সময়ে যারা পাশে থেকেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ। ভাগ্যকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনা, আমার হাতে যেটা ছিল সেটাই করেছি। একইসঙ্গে মনু বলেন, টোকিও অলিম্পিক্সের পর খুব হতাশ ছিলাম, সেটাকে ওভারকাম করেছি। সেটাকে অতীত মনে করেই প্যারিসের প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। যোগ্যতা অর্জনের পরই পদকের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম, সবাই প্রত্যাশা করছিল, এটা দলগত সাফল্য।'

রোনাল্ডো-মদরিচদের জার্সি প্রদর্শন করলেন ভিনিসিয়ুস

আপনজন ডেস্ক: ভিনিসিয়ুস জুনিয়র এ সময়ের অন্যতম সেরা তারকাদের একজন। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে গত মৌসুমে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে ব্যালন ডি'অরের দৌড়েও বেশ এগিয়ে আছেন এই উইঙ্গার।

বর্তমানে উদীয়মান অনেক তরুণের অনুসরণীয়ও হয়ে উঠেছেন এই ব্রাজিলিয়ান। তবে ভিনিসিয়ুসের নিজেরও নিশ্চয় কখনো কখনো অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়। সেই অনুপ্রেরণা খোঁজার জন্য অবশ্য খুব বেশি দূরে তাকাতে হয় না। তাঁর ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদেই যে আছে অনুপ্রেরণা নেওয়ার মতো অনেক কিংবদন্তি। নিজের কাছে থাকা তেমনই কিছু কিংবদন্তির জার্সি এবার সবাইকে দেখালেন ভিনিসিয়ুস। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন ভিনিসিয়ুস। সেই ছবিতে এই রিয়াল তারকাকে দেখা যায় জিমে এক্সারসাইজ বাইকে বসে ব্যায়াম করতে এবং তাঁর পেছনে দেয়ালের সঙ্গে টাঙানো ছিল চারটি জার্সি। চারটি জার্সিই আবার বর্তমান ও সাবেক চার রিয়াল তারকার। এই তারকারা হলেন লুকা মদরিচ, টনি ক্রুস, করিম বেনজেমা ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। এর মধ্যে ক্রুস ও বেনজেমার জার্সি দুটি ছিল রিয়ালের আর মদরিচ ও রোনাল্ডোর জার্সি দুটি নিজ নিজ জাতীয় দলের।

ড্র করল মহামেডান

ড্র দিয়ে ডুরান্ড কাপ শুরু করল মহমেডান স্পোর্টিং। ঘরের মাঠে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করল তারা।৬২ মিনিটের মাথায় ফ্রি কিক থেকে অ্যাশলে কোলির গোলে সমতা ফেরায় সাদা-কালো ব্রিগেড।

যজস্বী-হার্দিকের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে সিরিজ ভারতের

আপনজন ডেস্ক: ডাম্বুলায় সন্ধ্যায় নারী এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা উৎসবে মেতেছেন শ্রীলঙ্কার মেয়েরা। ডাম্বুলা থেকে প্রায় ৭৩ কিলোমিটার দূরের শহর ক্যান্ডিতে টিভির সামনে বসে নিশ্চয় সেই দৃশ্য দেখার কথা শ্রীলঙ্কার ছেলেদের। চামারি আতাপাত্তুর দলের হাতে এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের ট্রফি দেখে হয়তো উজ্জীবিত হয়েই ভারতের ছেলেদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা-কুশল মেন্ডিসরা।

কিন্তু সন্ধ্যাটা লঙ্কান মেয়েরা রাঙালেও রাতটা রাঙাতে পারলেন না ছেলেরা।

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে রবি বিষ্ণইয়ের দুর্দান্ত বোলিংয়ের পর যশস্বী জয়সোয়াল, সূর্যকুমার যাদব ও হার্দিক পান্ডিয়ার ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত। ক্যান্ডির পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৬১ রান তুলেছিল শ্রীলঙ্কা। ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন (ডিএলএস) পদ্ধতিতে ভারতের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৮ ওভারে ৭৮। সফরকারীরা তা টপকে গেল ৯ বল আর ৭ উইকেট অক্ষত রেখে।

একই মাঠে কাল সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কাকে ৪৩ রানে হারিয়েছিল ভারত। আজকের জয়ে কোচ গৌতম গম্ভীর-অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব অধ্যায়ের শুরুতেই সিরিজ নিজেদের করে নিল ভারতীয়রা। বৃষ্টির কারণে আজ খেলা শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মিনিট পর।

এ দিন শুরুতে ব্যাটিংয়ে নামলেও লঙ্কানদের আচমকা ব্যাটিংস-ধসের গল্পটা আগের দিনের মতোই। কাল ভারতের দেওয়া ২১৪ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে এক পর্যায়ে ১৪ ওভারে মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে ১৪০ রান তুলে ম্যাচে ভালোভাবেই টিকে ছিল শ্রীলঙ্কা। এরপর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তাদের ইনিংস। রিয়ান পরাগের ঘূর্ণিতে স্বাগতিকেরা আর মাত্র ৩০ রান যোগ করতেই বাকি ৯ উইকেট হারিয়ে ফেলে।

পাতুম নিশাঙ্কা ও কুশল পেরেরা দারুণ ভিত গড়ে দিলে আজও বড় সংগ্রহের দিকে এগোচ্ছিল শ্রীলঙ্কা। এক পর্যায়ে ১ উইকেটে ৮০ রান তুলে ফেলেছিল তারা। কিন্তু রবি বিষ্ণই, অক্ষর প্যাটেলদের দারুণ বোলিংয়ে শেষ ৬৪ বলে আর ৮১ রান যোগ করতেই ৮ উইকেট হারায়। ভারতের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৬২।

শিশিরভেজা মাঠে এই লক্ষ্য ভারতের জন্য খুব একটা কঠিন ছিল না। আরেক দফা ঝুম বৃষ্টি ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কাজটা আরও সহজ করে দেয়। ১০ উইকেট হাতে নিয়ে ৮ ওভারে ৭৮ রানের পরিবর্তিত লক্ষ্য তাড়া করতে নেমেই তিকশানা-হাসারাঙ্গাদের ওপর চড়াও হন জয়সোয়াল।

শুবমান গিলের জায়গায় সুযোগ পাওয়া আরেক ওপেনার সঞ্জু স্যামসন নিজের মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে আউট হলেও তা ভারতের রান তাড়ায় কোনো প্রভাব ফেলেনি। জয়সোয়ালের সঙ্গে অধিনায়ক সূর্যকুমারের ১৯ বলে ৩৯ রানের জুটিতে শ্রীলঙ্কা ম্যাচ থেকে এরকম ছিটকে পড়ে।

ম্যাকব্রাইন ও টাকারের বীরত্বে ঐতিহাসিক টেস্ট জয় আয়ারল্যান্ডের

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচ সংখ্যার হিসাবে ৮, দিনের হিসাবে ২১২১–নিজেদের প্রথম টেস্ট জিততে বেশ সময় লেগেছিল আয়ারল্যান্ডের। গত মার্চে আবুধাবির টলারেন্স ওভালে তারা আফগানিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছিল ৬ উইকেটে। তবে নিজেদের দ্বিতীয় টেস্ট জিততে আয়ারল্যান্ডের খুব বেশি সময় লাগল না। বেলফাস্টে অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ও লোরকান টাকারের ব্যাটিং বীরত্বে এবার জিম্বাবুয়েকে ৪ হারিয়ে দিল আইরিশরা। দলটির প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের মাঝে ব্যবধান ১ ম্যাচ আর ১৪৯ দিন। ঘরের মাঠে এটিই আইরিশদের প্রথম জয়। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেও প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমে জিতল তারা। দলটি এর আগে একবারই ঘরের মাঠে টেস্ট খেলেছিল; ২০১৮ সালে নিজেদের অভিষেক টেস্ট। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি তারা হেরেছিল ৫ উইকেটে। বেলফাস্টের সিভিল সার্ভিস ক্রিকেট ক্লাব মাঠে ১৫৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রিচার্ড এনগারাভার তোপে ২১ রানে ৫ উইকেট খুইয়ে হারের শঙ্কায় পড়েছিল আয়ারল্যান্ড। এরপর টাকার ও ম্যাকব্রাইন মিলে ১২ রান যোগ করার পর বৃষ্টি নামলে গতকাল তৃতীয় দিনের খেলার ইতি টানেন মাঠের দুই আম্পায়ার। আজ চতুর্থ দিন এনগারাভা-মুজারাবানিদের সামলে আরও ৮৪ রান তোলেন টাকার-ম্যাকব্রাইন। নিজেদের টেস্ট ইতিহাসে ষষ্ঠ উইকেটে রেকর্ড এই জুটিতে (৯৬ রান) সব শঙ্কা উড়িয়ে জয়ের পথে এগোতে থাকে আয়ারল্যান্ড। জয় থেকে ৪১ রান দূরে থাকতে টাকার ব্যক্তিগত ৫৬ রানে আউট হলেও মার্ক অ্যাডাইরকে নিয়ে বাকি কাজ সারেন ম্যাকব্রাইন। অ্যাডাইর ২৪ ও ম্যাকব্রাইন ৫৫ রানে অপরাজিত থাকেন। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে (দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮৩ রান ও ৭ উইকেট) ম্যাচসেরা হয়েছেন ম্যাকব্রাইন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

জিম্বাবুয়ে ১ম ইনিংস: ৭১.৩ ওভারে ২১০ অলআউট (মাসভাউরে ৭৪, গাম্বি ৪৯, উইলিয়ামস ৩৫; ম্যাকব্রাইন ৩/৩৭, ম্যাকার্থি ৩/৪২, অ্যাডাইর ২/৪৯)।

আয়ারল্যান্ড ১ম ইনিংস: ৫৮.৩ ওভারে ২৫০ অলআউট (মুর ৭৯, ম্যাকব্রাইন ২৮, হামফ্রেইস ২৭*; চিভাঙ্গা ৩/৩৯, মুজারাবানি ৩/৫৩, উইলিয়ামস ২/১১)।

জিম্বাবুয়ে ২য় ইনিংস: ৭১ ওভারে ১৯৭ অলআউট (মায়ার্স ৫৭, উইলিয়ামস ৪০, গাম্বি ২৪; ম্যাকব্রাইন ৪/৩৮, ইয়াং ২/৩৭, অ্যাডাইর ২/৪২)।

আয়ারল্যান্ড ২য় ইনিংস: ৩৬.১ ওভারে ১৫৮/৬ (টাকার ৫৬, ম্যাকব্রাইন ৫৫*, অ্যাডাইর ২৪*; এনগারাভা ৪/৫৩, মুজারাবানি ২/৫২)।

ফল: আয়ারল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন (আয়ারল্যান্ড)।

৮ দিনে আমির খেললেন ৩টি লিগে

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বাঁহাতি এই পেসার গত আট দিনে খেলেছেন তিনটি ভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে, যার সর্বশেষটি ছিল গতকাল কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে। বাংলাদেশ অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বাধীন বাংলা টাইগার্স মিসিসাগার বিপক্ষে ভ্যাঙ্কুভার নাইটসের হয়ে খেলতে নেমেছিলেন মোহাম্মদ আমির। দারুণ বোলিংও করেছেন। ৪ ওভারে দিয়েছেন মাত্র ২৪ রান, উইকেট পেয়েছেন ১টি।

আমির গত আট দিনে খেলেছেন ইংল্যান্ডের ভাইটালিটি ব্লাস্ট, দ্য হানড্রেড এবং কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে। ভাইটালিটি ব্লাস্টে ডার্বিশায়ার ফ্যালকনসের হয়ে পাঁচটি ম্যাচ খেলেছেন আমির; সর্বশেষটি গত ১৯ জুলাই। গত ২৩ জুলাই খেলেছেন দ্য হানড্রেডে। এই টুর্নামেন্টে ওভাল ইনভিন্সিবলসের হয়ে এক ম্যাচ খেলেই চলে যান কানাডায়। মূলত দ্য হানড্রেডের উদ্বোধনী ম্যাচে ওভালের হয়ে খেলার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়ার স্পেন্সার জনসনের। কিন্তু এই বাঁহাতি পেসার তখন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে (এমএলসি) লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্সের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকায় আমিরকে এক ম্যাচের জন্য দলে নিয়েছিল ওভাল। সেই ম্যাচেও দুর্দান্ত পারফর্মও করেছেন আমির। ১৫ বলের স্পেলে ১০টি ডটসহ ২ উইকেট নিয়েছেন। তাঁর দল ওভালও পেয়েছে বড় জয়। এরপর কানাডায় গিয়ে গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে এরই মধ্যে দুটি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। ২০২০ সালের শেষ দিকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সে সময়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন আমির। প্রায় পৌনে ৪ বছর পর অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফেরেন গত এপ্রিলে। এরপর সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও খেলেন। বিশ্বকাপে ৪ ম্যাচে উইকেট নেন ৭টি। তবে পাকিস্তান ছিটকে পড়ে টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব থেকে। আমির পাকিস্তানের হয়ে সামনে আবারও খেলবেন কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। আমির বিশ্বের বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে চললেও মোহাম্মদ রিজওয়ান, বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদিদের মতো তিন সংস্করণে চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের অনাপত্তিপত্র দেয়নি পিসিবি। কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে আমিরের দল ভ্যাঙ্কুভার নাইটস অধিনায়ক হিসেবে রিজওয়ানের নাম ঘোষণা করেছিল। তবে তিনি অনাপত্তিপত্র না পাওয়ায় দলটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার উসমান খাজা।

৫৬ ম্যাচ কম খেলেই কোহলিকে ছুঁয়ে ফেললেন সূর্য

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদবের রসায়নটা 'স্পেশাল'। প্রতিপক্ষ, মাঠ, বোলার—এই সংস্করণে মাঠে নামলে যেন সবই ভুলে যান সূর্য। শুধু ব্যাটটা চালিয়ে যেতে থাকেন। সেটা কখনো ড্রাইভ, পুলের মতো ক্রিকেটের প্রথাগত সব শটে কিংবা নতুন কোনো উদ্ভাবনে।

গতকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে পূর্ণ মেয়াদে প্রথমবার ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কোথায় ভয়ডর করে খেলবেন, তা না; উল্টো করেছেন ২২ বলে ফিফটি, যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর দ্বিতীয় দ্রুততম ফিফটি। জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতে নতুন এক রেকর্ডেও নাম লিখিয়েছেন ভারতের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখন সর্বোচ্চ ১৬ বার ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন সূর্য। কোহলিও জিতেছেন সমান ১৬ বার। তবে কোহলি সূর্যর চেয়ে ম্যাচ বেশি খেলেছেন ৫৬টি। মাত্র ৬৯ ম্যাচ খেলেই ১৬ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন সূর্য, যেখানে কোহলি খেলেছেন ১২৫ ম্যাচ। কোহলির চেয়ে পিছিয়ে থাকা এই ৫৬টি ম্যাচ খেললে সূর্য আরও অনেকবার ম্যাচসেরা হবেন, সেটা নিশ্চিত।

কোহলি আর সূর্যর পরে এ তালিকায় আছেন জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা। ৯১ ম্যাচে ১৫ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন এই অলরাউন্ডার। তালিকার ৪ নম্বরে থাকা মোহাম্মদ নবী ১৪ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন ১২৯ ম্যাচ খেলে।

রোহিত শর্মাও ১৪ বার ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন। তিনি খেলেছেন ১৫৯টি ম্যাচ।

মালয়েশিয়ার বিরানদীপ সিংও ১৪ বার ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন। তাঁর লেগেছে ৭৮টি ম্যাচ।

এই তালিকার শীর্ষে দশে আছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। ১২৯ ম্যাচে সাকিব ১২ বার ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন।

মেসিকে ছাড়াই লিগস কাপে ইন্টার মায়ামির শুভসূচনা

আপনজন ডেস্ক: গত মৌসুমে লিগস কাপ দিয়েই ইন্টার মায়ামির হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন লিওনেল মেসি। শুধু তা-ই নয়, এই ট্রফি জিতিয়েই মায়ামিকে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম শিরোপাটিও এনে দিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। কিন্তু এবার সেই লিগস কাপে মায়ামির শুরুটা দর্শকসারিতে বসেই দেখতে হলো মেসিকে।

চোটের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছিটকে যাওয়া মেসিকে ছাড়া অবশ্য শুরুটা ভালোভাবেই করেছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। পিউবলার বিপক্ষে আজ সকালের ম্যাচে ২-০ গোলের জয় পেয়েছে মায়ামি। এই জয়ে মায়ামির হয়ে গোল দুটি করেছেন মাতিয়াস রোহা ও লুইস সুয়ারেজ।

কোপা আমেরিকার ফাইনালে চোটে পড়ে মাঠ ছেড়েছিলেন মেসি। চোট কাটিয়ে কখন ফিরবেন, তা এখনো অনিশ্চিত। লিগস কাপের শুরুতে তাঁর না থাকাটা আগেই নিশ্চিত করেছিলেন মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনোও। এমনকি মেসি কখন ফিরবেন, তা জানেন না তাঁর সতীর্থরাও। আজ অবশ্য স্ট্যান্ডে বসেই সতীর্থদের খেলা উপভোগ করতে দেখা গেছে মেসিকে। যেখান থেকে শেষ পর্যন্ত হাসিমুখেই বাড়ি ফিরেছেন তিনি।

ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে পিউবলার বিপক্ষে সবদিক থেকেই এগিয়ে ছিল মায়ামি। বলদখল, আক্রমণ কিংবা গোলে প্রতিপক্ষকে সুবিধা করতে দেয়নি মার্তিনোর দল। পিউবলা কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও সেগুলো গোল আদায়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

আর্জেন্টিনার নালিশ প্রত্যাখ্যান ফিফার

আপনজন ডেস্ক: প্যারিস অলিম্পিকে ছেলেদের ফুটবল ইভেন্টে গত বুধবার মরক্কোর বিপক্ষে বিতর্কিত ম্যাচে ২-১ গোলে হেরেছিল আর্জেন্টিনা। 'নিয়মের বরখেলাপ' হয়েছে দাবি করে সে ম্যাচের পর ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটিতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। আজ ইরাকের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় ম্যাচের আগে ফিফা এই অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে। মরক্কোর বিপক্ষে সেই ম্যাচ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। সেঁত এতিয়েনে নির্ধারিত সময়ে মরক্কোর বিপক্ষে ২-১ গোলে পিছিয়ে ছিল আর্জেন্টিনা। যোগ করা সময় দেওয়া হয়েছিল ১৫ মিনিট। আর্জেন্টিনা দল সমতাসূচক গোলটি পেয়েছে ১৬তম মিনিটে। এরপরই মরক্কোর সমর্থকেরা মাঠে ঢুকে পড়েন। রেফারি দুই দলের খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে পাঠান। প্রায় দুই ঘণ্টা পর ম্যাচটি পুনরায় শুরু করা হয় এবং তার আগে ভিএআরের মাধ্যমে অফসাইডের কারণে আর্জেন্টিনার সমতাসূচক গোলটিও বাতিল করা হয়। ম্যাচ পুনরায় শুরুর পর খেলা হয়েছে মাত্র ৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড। আর্জেন্টিনা এ সময়ের মধ্যে গোল না পাওয়ায় ২-১ গোলের হার নিয়ে ফিরতে হয়। মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচে বিতর্কিতভাবে হেরেছিল আর্জেন্টিনা
মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচে বিতর্কিতভাবে হেরেছিল আর্জেন্টিনা।

এএফএ সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া জানিয়েছেন মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচে বিভিন্ন ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে আর্জেন্টিনার অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে ফিফা ডিসিপ্লিনারি কমিশন।

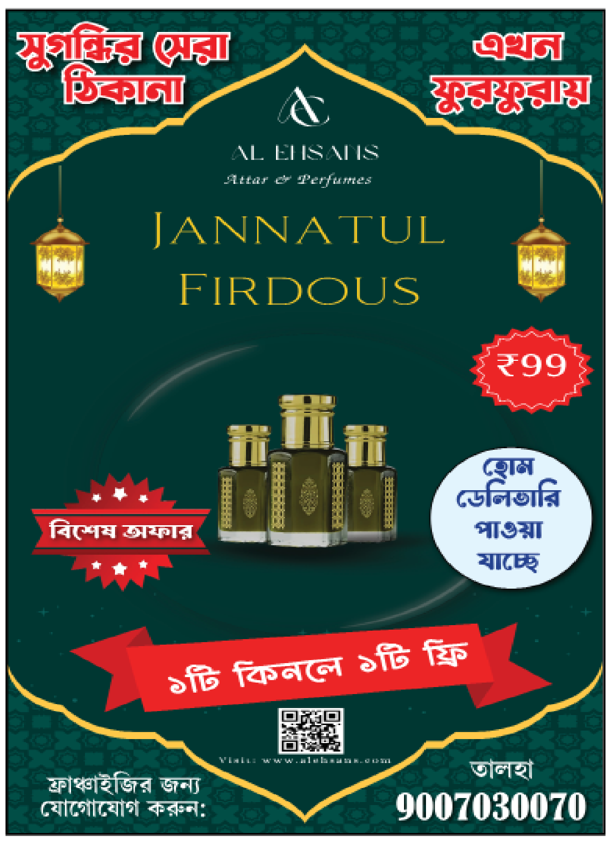

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**